অবতার।

(প্র—পরা—অপ—সং—হসন্)

কলিকাতা ৭৯।৩।৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও প্রকাশিত।

২৫এ ডিসেম্বর বুধবার ১৯০১ সাল,

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেস,

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার এই পুস্তকে "হলাহলানন্দের" মুখে যত গুলি সংস্কৃত বচন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমার বাল্য-সুহৃদ প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক বৈদ্য-বংশ ভূষণ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন মহাশয় মিত্র-স্নেহবশে দেবভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

গয়ারাম ... ... অবতার।

দর্পনারায়ণ ... ... গয়ারামের ভাই (জয়েণ্ট অবতার)।

ছকড়ি ... ... গয়ারামের মজাদার খুড়তুতো ভাই।

প্রমথ ... .. পাটনার উকীল।

হলাহলানন্দস্বামী ... ইংরাজী সন্ন্যাসী।

গোপাল (বয়) ... প্রমথবাবুর বালক ভৃত্য।

চাঁদা, বেচারাম, মথুর, ভক্তগণ, সম্পাদক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

হিল্লোলা ... ... প্রমথবাবুর স্ত্রী।

মেনকা ... ... গয়ারামের স্ত্রী। (বড়বৌ)

নলিনীবাসিনী
প্রভাত
ইন্দিরা
ডালি
টুনী
} ... হিল্লোলার বন্ধুগণ।

পরিচারিকাগণ।

অবতার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা—গয়ারামের বহির্ব্বাটীর ছাদ।

গয়ারাম।

গয়া। দর্প—বলি ও দর্প।

নেপথ্যে দর্প। দাদা ডাকেন?

গয়া। হাঁ।

(দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

কি কচ্ছিলে? বলি শোন, কিছু পরামর্শ ঠাওরালে—এখন করা যায় কি? ভারতের কাজ ত এক রকম মাটী হতে দাঁড়িয়েছে, কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স লিগ্ এ্যাসোসিয়েশন বিস্তর ভাগীদার জুটে পড়লো, আর ছোঁড়া ফোঁড়া গুলোও কাগজ লিখতে বসেই একেবারে স্যালিসবেরীকে পলিটিক্স্ শেখাচ্ছে।

দর্প। নো গো নো গো, পলিটিক্সে আর কিছু হচ্ছেনা।

গয়া। তুমি ত "নো গো" বলে সেরে দিলে, এখন আমাদের "গো অনের উপায় কি?

দর্প। একটা উপায় ঠাউরেছি; দেশ উচ্ছন্ন যাক, আপনি ভারত ছেড়ে একেবারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে নজর দিন জীবের উপায় করুন।

গয়া। আহা দর্পরে ও কি শোনালে! তুমি কি আমার অন্তরে প্রবেশ করেছিলে নাকি? দর্পরে! আমি অতি দীন হীনের হীন আমা হতে জীবের উপায় কি হবে?

দর্প। হবে হবে—আপনার দ্বারাই হবে; সেবার ভারতের দিকে যেমন মন দিয়েছিলেন, সেই রকম একবার জীবের দিকে মন দিয়ে উঠে পড়ে লাগুন দেখি কেমন না হয়?

গয়া। দর্পরে—ভাই!

দর্প। আবার কি, আপনি কেন ইতস্ততঃ কচ্ছেন?

গয়া। আমি যে মহাপাতকী।

দর্প। বেশ ত।

গয়া। বেশ ত কিহে?

দর্প। আপনি যে মহাপাতকী তাত বুঝতে পেরেছেন?

গয়া। মর্ম্মে মর্ম্মে—চর্ম্মে চর্ম্মে—প্রতি কর্ম্মে?

দর্প। যত অধর্ম্মে গলদ্ঘর্ম্মে তাকি আমি জানিনে? তাই বলছি আপনি মহাপাতকী—জীবোদ্ধারের ভার আপনাকেই নিতে হবে। একবারকার রুগী আরবারকার রোজা;—ইতি বৃষস্কন্ধ পুরাণ।

গয়া। দেখ, পরশু রাত্রে আমি যা স্বপ্ন দেখেছি সে অতি ভয়ানক ব্যাপার, যেন একটী গৌরবর্ণ পুরুষ—নীলবর্ণ আভা—মাথায়—

দর্প। ও কিছু নয় কিছু নয়, ও স্বপ্ন টপ্ন মনে কর্ব্বেন না; ওই পরশু রাত্রে আমি মানা কল্লুম শুনলেন না, অতগুলো কাঁকড়া

খেলেন তাই ইন্‌ডিজেস্‌চন্ হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন; নাইট্‌ মেয়ার নাইট্‌ মেয়ার।

গয়া। আরে ব্যস্ত হও কেন শোনই শেষ পর্য্যন্ত; যেন দেখলুম সেই জটাধারী পুরুষ মুণ্ডিত মস্তকে তুলসী পত্রের মালা জড়িয়ে আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছেন "আরে মহাপাতকী! তোর প্রাণে প্রেমের সিন্ধু উথলে উঠবে, জীবের মুক্তি তোরই হাতে, তুই আজ থেকে পাঁচ মাস বাদে"—

দর্প। আহাহা জয় গৌরাঙ্গ জয় গৌরাঙ্গ!

গয়া। আরে শোনই—

দর্প। আর শুনব কি? আপনিও আমায় চেনেন আমিও আপনাকে চিনি, বোঝবার আর বাকি কি আছে? আর কাল বিলম্ব নয় একেবারে কাজ আরম্ভ করুন; আপনি মাথার উপর থাকতে আমার একা খাড়া হওয়াটা ভাল দেখায় না।

গয়া। ভাই বোধ হয় এখনও আমার সময় হয়নি।

দর্প। আবার কবে সময় হবে? দিন দিন যে রকম কাহিল হয়ে পড়ছেন, কোন দিন হঠাৎ—

গয়া। তাইত বলি শরীরটা একটু সারুক, আবার এনার্জ্জি আসুক।

দর্প। আবার এনার্জ্জি আসবে কাশীমিত্রের ঘাটে গেলে, এই ঠিক সময় হয়েছে—পেটের অসুখ বেড়েছে ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে কাঁকড়া পর্য্যন্ত হজম হচ্ছেনা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনের এই ঠিক সময়।

গয়া। বৈষ্ণব? তুমি কি ওই নেড়া নেড়ীর পথ দিয়ে জীব উদ্ধারের কথা বলছো, কেন শাক্তভাবে তোমার আপত্তি কি?

দর্প। বিস্তর ;—প্রথমতঃ খরচা বেশী, তার উপরু ওতে অবতারের তেমন চলন নেই, আরও—

গয়া। শৈব ?—

দর্প। না।—

গয়া। গাণপত্য ?

দর্প। বেঙ্গলে একেবারে out of fashion, কখনও বোম্বাই অঞ্চলে যাওয়া হয়ত বোঝা যাবে, আপনি আর দ্বিধা কর্ব্বেন না যা বল্লুম তাই করুন।

গয়া। ভাল—মালা তিলক মাটী টাটী কি কি চাই তার যোগাড় কর, আর কাকেও বটতলায় পাঠিয়ে দাও খানকতক বৈষ্ণব গ্রন্থ কিনে আনুক।

দর্প। দাদা কি একেবারে সংসারটা ভাসিয়ে দিতে চান, চেঙ্গড়া চেঙ্গড়ীগুলোর এক মুঠো খাবার উপায় আর রাখবেন না, আমরা পয়সা দিয়ে বই কিনব ?

গয়া। তবে গ্রন্থ পাবে কোথায়, কারুর ঠেঁয়ে চেয়ে নেবে নাকি ?

দর্প। বই পড়ে আপনি কর্ব্বেন কি ? সেত সব পুরাণ কথা তাই কি লোককে শোনাবেন ? আপনি আমার কথা বুঝতে পাচ্ছেন না, প্রাণে ভাব আনুন ভাব আনুন—তত্ত্ব কথা সব আপনি বেরিয়ে পড়বে। Inspiration! Perspiration! Brother you have a Call!

গয়া। আহাহা দর্পরে কি বল্লি ?—

(সুরে) নব নব নব নিতুই নবরে।

দর্প-(সুরে) আজ রামী কাল শামী পরশু কালো ভবরে।

উভয়ে। ওহোহো পরশু কালো ভবরে।
কালো ভবরে, কালো ভবরে, কালো ভবরে।
নব নব নিতুই নবরে, নব নব নিতুই নবরে,
নব নব নিতুই নিতুই নিতুই।

(চাঁদার প্রবেশ)

চাঁদা। বড় বাবু! চাটগাঁতে কোন বাবুকে যে পাখীর জন্য লিখেছিলেন তিনি চারটে পাঠিয়ে দেছেন, আস্তাবলে রাখিয়ে দেব?

গয়া। ভাইরে বলছিনুম সময় হয়নি।

দর্প। [illegible]।—আবার কি?

গয়া। ওই দেখ এসেছে—উদ্যোগ কত্তে না কত্তেই এসেছে—প্রসন্নকে লিখেছিনুম সে পাঠিয়েছে, দর্প ভাইরে। এ যে চাটগাঁর পাখী, নিতুই মিলে না! আমনি মরি সে যে এক সঙ্গে মুরগী মটন, এসেছে এসেছে—

দর্প। এসেছে এসেছে—প্রভুর ইচ্ছায় এসেছে, আর যদি এসেই থাকে বাড়াতে ফেলা যাবে কি? ছেলেরা খাবে, আমিও না হয় তাদের একটু সাহায্য কর্ব্বো।

গয়া। আমার উপায়?

দর্প। বল্লুম না ডাক্তার আপনাকে মোটেই মাংস ছুঁতে নিষেধ করেছে।

গয়া। ভাই! এত স্বার্থপর হলে তুমি জীবোদ্ধারে সাহায্য কর্ব্বে কেমন করে? আহাহা চাটগেঁয়ে পাখী, নাম শুনেই যে আমার কেমন হচ্ছে। নাম—নাম—নাম! দর্পকে, কলিতে নামই বলবান।

(সুরে)

আহা ওই নাম—শুনে নাম—রসে রসনা।
সেই জীবে—ক্ষীণ দ্বিপদ জীবে—
লেখা যোখা পাখা শোভিত জীবে—
অতি মাংসল কোমল বলদায়ী জীবে—
ত্রিদিবে পাঠাতে বাসনা।

(ছকড়ীর প্রবেশ)

ছক। নামে ঘাম ঝরে গায়,
দাম দিয়ে কেনা নয় তায়,
ধাম চাটিগাঁ মহকুমায়।

দর্প। কি কর ছকড়ী এখন ব্যাজার করোনা, যাও।

ছক। ছোট দা! আমি কি তোমাদের ছাড়া? পাশের ঘরেই ছিলুন সব শুনেছি, ভারি এঁচে এঁচে বার করেছ খুব মতলব ঠাউরেছ; আমি তোমায় কতদিন ধরে বলছি, ছাড় ছাড় ভারত ছাড়—নতুন কিছু ধর।

দর্প। ছকড়ী! ছেবলাম করোনা, বড়দাকে স্বপ্ন হয়েছে ওঁকে জীবোদ্ধার কত্তে হবে।

ছক। আমিও স্বপ্ন পেয়েছি আমাকে পেটোদ্ধার কত্তে হবে। বড় কর্তার জীব আর আমার পেট—এ দু উদ্ধার আরম্ভ হলে কি জগতের আর দুঃখ থাকবে! আপাততঃ ছোটদা, চাটগাঁ থেকে যে চারটী গজবর গামিনী মোরগিনী নন্দিনী এসেছে তাঁদের উদ্ধারটু করা চাই।

গদা। প্রভো! তোমারই ইচ্ছা।

ছক। প্রভুর আবার ইচ্ছা কি? তাঁর ইচ্ছা না হলে কি

আর অমনি আসে ? ও খেয়ে ফেলা যাক,—তুমি আমি কে ? যা করাচ্ছে তাই কচ্ছি,—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতি স্থাপক,
যথা নিযুক্ত তথা কোর্ম্মানি।"

ওই চাঁদাকে নিযুক্ত করুন ও কোর্ম্মা বানিয়ে ফেলবে। আহা পক্ষী জাতি গরুড়ের জ্ঞাতি, আশায় আশায় কত দূর থেকে আপনি এসেছে, ত্যাগ কত্তে কি আছে ? সেই যে গোপালে উড়ের মাথুর কীর্ত্তন টাকি ?—

(সুরে)

এসেছে এসেছে আহা এসেছে আশায়।
প'রে তামাচূড়া, প্রেমের কুঁকুঁড়া, রাই তোমারি বাসায় ॥
রাই রাই রাই হে ওহে গয়া দাদা রাই।
গজেন্দ্রগামিনী মোরগিনী নন্দিনী,
বাবুজন-বন্দিনা পাখী পাখায়।
প্রভাতি ললিত গায় সুললিত,
শুনে জাগরিত কুম্ভকর্ণ আপনি যে হয় ॥

চাঁদারাম আর ভাবছো কি ? যাও সারথীরে বল জবাধ্যায় করে ফেলুক।

দর্প। রোসো রোসো—আমার না হয় চলবে, কিন্তু দাদার খাওয়াটা কি ততটা ধর্ম্ম সঙ্গত ?

গয়া। ও ছকড়ী দর্প বলে কি ? ওযে আমার বাল্য সখী

ছক। হয়েছে—তবেই তোমরা জীবোদ্ধার করেছো ; ডেকচীর ভিতর থেকে যখন সৌরভে আকুল করেরে হয়ে উঠবে,

তখন ওঁর নিজের জিভ অকূল পাথারে ভাসতে থাকবে; আর উনি তাদের বঞ্চিত করে যাবেন পরের জীবকে উদ্ধার কত্তে? না দাদা "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং," ওকে আগে রক্ষা কত্তে হবে, "পশ্চাদ্বারো গণৈরপি," তারপর পালক টালকগুলো পেছন-কার দোর দিয়ে ফেলে দিলেই হবে।

দর্প। যাক, প্রভু তোমারই ইচ্ছা তোমারই ইচ্ছা; তবে এক কর্ম্ম কর চাঁদা—ওই খিড়কীতে বুঝি একটা তুলসী গাছ হয়েছে দেখেছি সেটা উবড়ে এনে আগে পাখী কটাকে খাওয়াগে যা, দেহগুলো পবিত্র হয়ে যাক।

[চাঁদার প্রস্থান।

ছক। এই এই ছোটদা না হলে বুদ্ধি বার করবে কে? ঠিক বলেছ, বেটীদের ব্যাপ্‌টাইজ করে ফেলা যাক।

(সুরে)

নব নব নব নিতুই নব রে।
আজ বামী কাল শামী পরশু কালো ভবরে॥
কতহিঁ রূপ ধরহুঁ পাখী হামি কেয়া কব রে।
কভু সুরুয়া রূপে বিহরত কপে,
কভু ভরপুর পুর পশ আলু চপে,
আহা বনচারী কভু তুমি কারী,
আপনা পাশায় যেরূপ নেহারি
মরি মরি মরি কিবা খাবরে।
নব নব নব নিতুই নবরে॥

শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া কভু হে কালিয়া
পীতধারা কূপ সেই অপরূপ
রূপে চেয়ে রব রে।
নব নব নব নিতুই নব রে॥
কভু পোষ্ট হেষ্টে হবে তুমি রোষ্ট,
রুটি টোষ্ট সনে দুটী ওষ্ঠে তোরে
ধরে দিব রে।
নব নব নব নিতুই নব রে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মশারি আবৃত পালঙ্কে প্রমথ নিদ্রিত।

বাহিরে বিছানা হেলান দিয়া হিল্লোলা।

(গীত)

বাবু জাগো জাগো যামিনী যে যায়।
যুবতী জেগেছে কবে আর কেনগো বিছানায়॥
এই বুঝি ভাই ভালবাসা,
মজা করে ঘুমোও খাসা,
পাশেতে প্রেয়সী নাই, খেয়াল কি হলোনা হায়!
কালিদাসের কোকিল ডাকে থাকিয়া থাকিয়া,
পিউ পিউ উঠলো ডেকে রবি বাবুর পাপিয়া,
কোঁকোর কোঁকোর কুঁকড়ো ডাকে তোমার রসনায়।

আর বকম বকম পায়রা ডাকে আমার কবিতায়।
ওঠ বাবু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,
চায়ের বাটিতে মন করহ নিবেশ,
নইলে কলকল ফোটা গরম জল জুড়িয়ে বুঝি যায়॥

(গীত)

প্রমথ।— অহল্যা দ্রৌপদী তারা,
এই যে আমার নয়ন তারা,
হৃদয় কারা ছেড়ে দারা উঠেছ কখন;
এই যে চুল খুলেছ, নেয়ে ফেলেছ
গরদ রঙের গরদ প'রে সেজেছো বেশ চিকণ চাকণ।
বলি বুঝি খেতে হবে চা
তা যাচ্ছি—তা—তা—তা—
রুটী কখানা টোষ্ট করে মাখিয়েছত মাখন।

হিল্লোলা। থাম থাম ওস্তাদজী মশায় আর সুর ভাঁজতে হবে না; অনুগ্রহ করে যাও বাসি মুখে জলটা দিয়ে এস।

প্রমথ। কেন আমার গান কি ভাল লাগে না?

হিল্লোলা। ও আবার গান কিসের? দয়া করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম তাই হ্যাকরা আরম্ভ কল্লে; এই বুঝি তুমি ভারি বিদ্বান, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী গান গেয়ে কথা কয় কোথায় দেখেছ?

প্রমথ। কি জান—গান টান গাইলে তবে প্রেমালাপটা জমে যায়।

হিল্লোলা। চা এনেছ রুটী রেখেছ মাখন দিয়েছ—এই মোটা

কথাগুলো বুঝি তোমার প্রেমালাপ? সংসারের সাদা কথাবার্ত্তা বুঝি গান গেয়ে বলতে হয়? এইটে বুঝি তোমার natural?

প্রমথ। তা তুমিও ত আমায় গান গেয়ে গেয়ে ডাকছিলে।

হিল্লোলা। আমি গেয়ে ডাকলুম বলে তুমি গেয়ে উত্তর দেবে? আমি হলুম অবলা—আমার গান কত মিষ্টি, একবার শুনলে দশবার শুনতে চায়; আর তোমার ও বাজখাঁই আওয়াজে রাগিণী ভাঁজা—ওতে কি কিছু মজা আছে? থামলে লোকের প্রাণটা বাঁচে; জিজ্ঞাসা করে দেখগে বাড়ী শুদ্ধ লোক জ্বালাতন হয়েছে কি না?

প্রমথ। ভুল ভুল, বুঝলে প্রিয়েচন্দ্র মহাভুল; আসল শাস্ত্র সঙ্গত গান যা তা আমাদের পুরুষের গলাতেই বেরোয়। নওল কিশোরী ধ্রুপদ মহম্মদী খেয়াল সে সব গান বুঝতে পাবে কার সাধ্য; মেয়ে মানুষে আবার গাইবে কি? তিনটে অক্টেভের একটা বই তোমাদের গলায় বেরোয় না; তবে অবলাজাতি বলে লোকে খাতির ক'রে তারিফ করে, আর রূপ যৌবন কালো নয়নের—

হিল্লোলা। বটে—একটা গেয়েছি তাই এত কথা শোনাচ্ছ, আর আমি কখন গাবনা,—কখন না—গাবনা—সাধলেও না—পাড়লেও না—কখন না—কখন না—কখন না—

প্রমথ। আর যদি পায়ে ধরে সাধি?

হিল্লোলা। তাতেও না—সাধনা, আমি মনে কর্ব্বো কিংএর মাপ নিচ্ছ।

প্রমথ। এ একটা মানের মতন মান বটে, তা হোক এক গান গাও—মাথা খাও।

হিল্লোলা। আমি অখাদ্য খাইনে।

প্রমথ। এ সে মাংস নয়—হিঁদুর ব্যবহার্য্য। আমার কথায় প্রত্যয় না হয় চল দেখিয়ে দিচ্ছি, এই মাথা আহার ঘরে ঘরে চলেছে, বিশেষ তোমাদের কোমলাঙ্গিনীদের মধ্যে; বৃদ্ধারা হিংসা করে মধুসূদনকে ডেকে পরকালের মাথা খাচ্ছেন, প্রৌঢ়ারা কুৎসা আর ঝগড়া করে সম্ভ্রমের মাথা খাচ্ছেন, যুবতীরা শুয়ে বসে গতরের মাথা আর বাজে নভেল পড়ে লজ্জার মাথা খাচ্ছেন, মাষ্টার মশায়রা নোট মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন, ছেলেরা সিগারেট্ আর কোকেন খেয়ে আপনাদের মাথা আপনারাই খাচ্ছেন।

হিল্লোলা। হ্যাঁগা ও কিগা—কি খাচ্ছে বল্লে, কোকিল খাচ্ছে?

প্রমথ। না না কোকিল নয়, কোকেন।

হিল্লোলা। হাঁ হাঁ আমার বকুল ফুল পান দিয়ে ওই খায়, বলে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়।

প্রমথ। মাস কতক বাদে স্ফূর্ত্তি টের পাবেন।

হিল্লোলা। কেন ওকি জিনিস?—ওতে কি হয়?

প্রমথ। যেন স্ফূর্ত্তি কত্তে গিয়ে তোমার বকুল ফুলের ওই পান কখন খেওনা · ও একটা ভয়ঙ্কর বিষ, এখন ডাক্তারেরা ওই কোকেন লাগিয়ে শরীরের অনেক স্থান অসাড় ক'রে অস্ত্র করে, তোমার চোখে খানিকটে কোকেনের জল দিয়ে তারপর ছুরি বসালেও সাড় পাবে না।

হিল্লোলা। ওমা সেকি গো, তবে সখ করে এ খায় কেন!

প্রমথ। মানুষের সখের কথা কও কেন, সখ করে লোকে গলায়ও ত দড়ী দেয়, পৈতৃক বিষয় আশয় খুইয়ে জোচ্চোরও ত

হয়; আর বিশেষতঃ জিনিসটা নতুন, এখনও শেষ ফলটা লোকে ভাল করে বুঝতে পারেনি।

হিল্লোলা। শেষ ফল কি—প্রাণে মারা পড়ে নাকি?

প্রমথ। একেবারে গেলেতো বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে আস্তে আস্তে মরে; তারপর একেবারে "পটল উৎপাটনম—শৃঙ্গ নিনাদনম্"; প্রথমে জীভটী অসাড় হবেন, মুখে আর কোন জিনিসের তার থাকবে না, তারপর ক্রমে চক্ষু ক্ষুধা বুদ্ধি ব গিয়ে—পুরুষত্ব মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে—

চৌদিকে স্বজন স্তব্ধ, গৃহে হায় হায় শব্দ।
শব জ্ঞানে বন্ধুগণে শ্মশানেতে লবে॥

হিল্লোলা। আবার গান? তা গাও গাও—আমিতো আর াচ্ছিনে।

প্রমথ। গাও গাও, নিদেন একবার গেয়ে বল—

যাও যাও নাথ, শুন মেরি বাত,
ধোত মুখ হাত কর ওই বাথ্ রুমে গিয়ে।

হিল্লোলা। ঠাট্টা?

প্রমথ। কই?—তাহলেতো তুমি হেসে উঠতে।

হিল্লোলা। ঠাট্টার মত ঠাট্টা হয়তো লোকে হাসে, যাও মুখ ়ে এস।

প্রমথ। গেয়ে বল গেয়ে বল; সত্যি সত্যি—তোমার পায়ে ড়ি।

হিল্লোলা। আচ্ছা হবে এখন, আগে যা বলছি কর; আমি ট্া ঠিক করি, তারপর আবার সংসারের কাজ আছেতো।

যাওনা—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শীঘ্র এস, আজ আমার তোমার সঙ্গে ভারি দরকারী একটা কথা আছে।

প্রমথ। কি এখনই বলনা।

হিরোলা। Go you naughty man, don't do জ্যান জ্যান।

প্রমথ। Yes my Lord—Session Judge, একা কর গজ গজ।

[প্রমথর প্রস্থান।

হিরোলা। দেখদেখি সমস্ত রাত্রিতেও সখ্ মেটেনা, সকালে উঠেই প্রেমের পশরা খুলে বসেন; আমায় কত কাজ দেখতে হয় তা বুঝেন না—বিদেশে এসে যে গিন্নি হতে হয়েছে।

(গীত)

আমি নতুন ঘরে নতুন গিন্নি নতুন গিন্নিপনা।
আমার সাজবে কেন বাজে কাজে বসে বাবুয়ানা॥
আমি লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে—শতাদরের বৌ,
শ্বাশুড়ীটী লক্ষ্মী আমার মনে মুখে মৌ,
শত মুখে সুখ্যাতি তাঁর বৌয়ের গুণপনা।
আমায় ভালবাসে সে - আমি ভালবাসি,
চোখে চোখে হয় পলকে ফিক্ করে হাসি,
এমন পতি কোন যুবতী না করে কামনা?
হাতে আছে অনেক কাজ, কর্ব্বোনা আর তানা নানা।

এখনও চাযের সব আনছেনা কেন?—বয় বয়।

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। কমিং—কমিং মেমসাব্।

হিল্লোলা। ফের মেম সাব?—আমি না তোকে বারণ করে দিয়েছি।

বয়। 'সাব্' না বল্লে বাবু যে ভাবি গোস্বা করে, very angry!

হিল্লোলা। তোর ইংরিজি মিংরিজি ওই বাবুকে বলিস, আমায় বহুজী বলবি।

বয়। সে কেমন হবে? মরদ্—সাহেব, আর জানানা—বহুজী?

হিল্লোলা। আমি কি তোর বাবুর মত ওই খানাটানাগুলো খাই? দেখতে পাসনে—আমি পূজোআচ্ছা পর্য্যন্ত করি।

বয়। Please মেম—এক রোজ খানা খেয়ে দেখুন, আজ বহুত নয়া নয়া ডিস্ তৈয়ারি হোবে; সুপ্ আলা লেডিস্মিথ, আর পাঁচটা সাইড্ ডিস্ বনবে; পেটিট্ কাটলেট মেফ্কিং, ক্রঞ্জি চফ্, ক্রুগার রোষ্ট, রবার্ট পুডিং, কিচ্নার কাবাব।

হিল্লোলা। ছি ছি ছি—বাবু খান বলে ছুঁতে হয়, তার পর আমি নেয়ে ফেলি দেখিসনে? এখন দেরি করিসনে শীঘ্র চা ঠিক কর, বাবু এখনই নেয়ে আসবেন আমি আসছি।

বয়। ও ইয়েস্ ও ইয়েস্ মেম—বহুজী।

হিল্লোলা। আর দেখ বয়।

বয়। কমিং।

হিল্লোলা। আচ্ছা থাক।　　[প্রস্থান।

বয়।　　(গীত)

I am a very—very good boy!
(A pretty naughty witty boy)

Not a saucy—hussy—lassy—but a boy!
In making choc'late cocoa hot coffee,
Or a cup of first class Tea,
From Andrew Yule and Company;
I am handy like a dandy
Drinking Brandy Port,
Or Cream de Noy (euy).
As to smashing plates of China,
And crashing Glasses of Vienna,
(Why—oh—Ho—Ha—Ha—Ha !)
Thats' my life's only jolly joy.
I have a malady with a name,
Cleptomania or "open-sesame";
Nice game—if not caught,
But the tread-mill is no toy.
When ding—dong rings the parlour—gong,
Merrily I sing a comic song,
Like the famous Dallas, Laurie,
Or D. L. Roy.

নেপথ্যে-প্রমথ। বয় বয়।

বয়। কমিং কমিং মাষ্টার। গি অপ্ বয় ফাষ্টার ফ্যাষ্টার।

[বয়ের প্রস্থান।

(প্রমথের প্রবেশ।)

প্রমথ। এই যে চা তোয়ের, বয়টা না এইখান থেকেই উত্তর দিচ্ছিলো? ছোঁড়া ভারি দুষ্ট—কিন্তু ক্লেভার, ছেলেবেলা থেকে সাহেবের কাছে চাকুরী করেছে কিনা? আঃ—আঃ—বেশ চা হয়েছে, চমৎকার ফ্লেভার! The right thing, Yules 'Reis

Tea' and no mistake; মাঝে মাঝে মনে স্থির,চা টা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ধর্ব্বো,—Say Coffee—Chocolate or Cocoa; চা টা আর exclusive drink নেই। ইউল কোম্পানির দৌলতে যেখানে সেখানে সস্তায় ভাল চা পাওয়া যায়—অনেকেই খাচ্ছে; এখনতো আর সাতবার সিদ্ধ করা খানসামাদের বেচা বাজারে চাগুলো কিনতে হয় না। আঃ চমৎকার! আজ বেলা অবধি বিছানায় পড়ে ছিলুম, দু চার চামচে খেতে না খেতেই letherg। টা কেটে গেল। আমাদের খাটুনি যখন ইংরিজি রকম দাঁড়িয়েছে, তখন একটু আধটু ইংরিজি রকম Stimulant'ও আবশ্যক হয়ে পড়েছে; তার জন্য এই সব মোড়ের মাথায় ভাল বলে যে সব mythilated spirit বিক্রী হয়, সেগুলো ওয়াক তুলতে তুলতে না খেয়ে একটু আধটু ভাল চা খেলে শরীরও বেশ তাজা থাকে, মনেও বেশ স্ফূর্ত্তি হয়। Besides like rice being the produce of our country we have natural right to the use of tea. চায়ের উপর হিঁদির prejudiceটা ঘুচিয়ে দিয়েছি; by the bye—প্রেয়সী ঠাকরুণ গেলেন কোথায়? বাহবা! আমি একেলা বসে বসে চা সিপ্ কচ্ছি, আর তিনি মাঝে থেকে স্লিপ্ দিয়েছেন বুঝি? কোথায় গো!—এঁ হেঁ হুঁ হুঁ অ—অগো—আঃ বলি ও বয়!

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। কমিং।

প্রমথ। যমের বাড়ী গোইং, আমি তোয়ে ডাকলুম বুঝি?

বয়। হাঁ সাব—আপ 'বয়' বোলা।

প্রমথ। এদিকে বেটাকে ত্রিশ ডাকে উত্তর পাওয়া যায় না, আর এবার অমনি কানাচে মাথা গুঁজে ছিল।

বয়। খোদাবন্দ কসুর মাফ হোয়, আর হাজার বার ডাকলেও আসবো না।

(গমনোদ্যম)

প্রমথ। এই চল্লি যে?—দেখ এই—এই—এ কোথায়?

বয়। কে হুজুর?

প্রমথ। এই একে ডেকে দে বাড়ীর ভিতর থেকে; বুঝেছিস?—শীঘ্র ডাক।

বয়। হাঁ হাঁ সমজেছে (উচ্চৈঃস্বরে) এ দাই—এ সুভদ্রী।

প্রমথ। চোপ চোপ—ষ্টুপিড ব্লক্‌হেড; চা খাবার সময় কে আমার কাছে বসে?—কার হাত থেকে তলব নিস?

বয়। বহুজী?—ওঃ বুঝেছি।

প্রমথ। আর দেখ—শুনতে পাচ্ছিস, বলবি যে আজ চা বড় চমৎকার তোয়ের হয়েছে।

বয়। আজ্ঞে হুজুরের মনে ধরেছে?

প্রমথ। চমৎকার—Beautiful! গন্ধ ভর ভর কচ্ছে।

বয়। (সেলাম করিয়া) হুজুর মা বাপ। (হস্ত নি[illegible] করণ।)

প্রমথ। ও কি—হাত পেতে রইলি যে?

বয়। আজ্ঞে ভাল চা হয়েছে বল্লেন; হুজুর ভাল করে বেনিয়েছি—বকশিস পাবনা?

প্রমথ। ও বাঁদর তুমি বেনিয়েছ? আমি বলি প্রেয়সি—আমার হিনি বেনিয়েছে; fie fie—সেই গোলাব ফুল মাখান হাতের তোয়েরি মনে করে আমি এতক্ষণ কত তারিয়ে তারিয়ে

খাচ্ছিলুম, কি মিষ্ট গন্ধ বলছিলুম ;—আর তুমি বেনিয়েছ ? ডেক্‌চি মাজা হাঁত—রসুনের গন্ধ—দুর দুর, বেরো এখান থেকে।

(প্রহারোদ্যত)

বয়। (গীত)

বাবু করোনা আমার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত।
তা হলে কাজে তোমার হবে গো ব্যাঘাত ॥
কে উঠ্‌কে দেখবে পকেট,
সরাবে ঘড়ি চেন লকেট,
সেটকে সেট বাসন ভেঙ্গে
শুনাবে কে বজ্রাঘাত।
বাড়ীতে এলে ভদ্র লোক,
কে দেবে তার জুতোর উপর চোখ,
আর তামাক বলে গুল সেজে দে
কে বকশিস চেয়ে পাতবে হাত।
কে বাড়াবে বাজার দর,
বৌ দিদির কে হবে চর,
এঁটো করে দুধের সর
মনিবের কে মার্ব্বে জাত।
কে তাড়াবে পাওনাদারে কত্তে এলে মুলাকাত ॥
গেলে এমন সখের চাকর,
কে করাবে খরচ দোকর,
মার্ব্বে কারে জুতোর ঠোকর,

সাহেব শুনালে কড়া বাত।
ছক্কি বেশি খেলে তুমি
কে ঢালবে শিরে শাওয়ার-বাথ ॥

প্রমথ। আমরি তোর এত গুণ, এতদিন বলিসনে কেন ?

বয়। আমার বড় চক্ষুলজ্জা বাবু, তাই নিজের বড়াই নিজের মুখে করিনে।

প্রমথ। আচ্ছা যা—এঁকে ডেকে দিয়ে যা।

[বয়ের প্রস্থান।

(হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। কেন—অত ডাকাডাকি হচ্ছে কেন ?

প্রমথ। ব্যায়রাম—আর কেন ?

হিল্লোলা। কেন আমি কি কুইনাইন—তাই আমার সময় দরকার ?

প্রমথ। না তুমি ফেনাসিটীন, হিট্ ১০৫এর উপর উঠলেই টেম্পারেচার্ নাবিয়ে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে দাও।

হিল্লোলা। তা হলে সাবধান, ডোজ যেন বেশি হয় না—Pulse দমে যেতে পারে।

প্রমথ। সে ভয় আমার নেই ; ওই দুটী চোখে দু ক , ভাইনম্ গ্যালিসাই আছে, Kellner's 75—একেবারে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা।

দেখে মুখ পদ্ম, স্তব্ধ জব্দ মন্দ
ক্ষুব্ধ মুখে শব্দ শুধু দ্যাও দ্যাও দ্যাও।
হেরে রূপ দুগ্ধ, মনো-মেনি মুগ্ধ
লুব্ধ চোখে চেয়ে কাঁদে ম্যাও ম্যাও ম্যাও।

হিল্লোলা। তিষ্ঠ তিষ্ঠ কবিবর, মিষ্ট পদ্যে স্তুষ্টি অর—
ত্রিপদীতে বুঝি নাথ পাও চতুষ্পদ।
ভয় পাবে মরা মধু, হেম—রবি—দত্তবধূ,
নবীন ত্যজিবে দেশ, গিরিশ ঘোষ পদ।

প্রমথ। বটে ঠাট্টা! আমি ছেলেবেলা যা কবিতা লিখে-ছিলুম।

হিল্লোলা। হায়রে সেকাল!

প্রমথ। লিখিনে কেন জান?

হিল্লোলা। কেউ পড়বেনা বলে।

প্রমথ। তা নয়—লেখবার কি আর কিছু আছে? এই মিল্টন বায়রণ শেলি টেনিশন এরা সব আমার ভাব আগে চুরি করে ছাপিয়ে ফেলেছে।

হিল্লোলা। তা আমার মাথা খাও তুমি যাহোক একখানা লিখে ছাপাও, অনেকে বই লিখে পুণ্য কচ্ছে—তুমিও কিছু কর।

প্রমথ। পুণ্য কি রকম?

হিল্লোলা। এই যেমন হিন্দুস্থানীদের ভিতর এক রকম লোক আছেন, তাঁরা ছারপোকাকে আহার দেবার জন্যে গরীব লোকদের ধরে পয়সা দিয়ে নিজেদের খাটিয়ায় শুতে দেন, তেমনি অনেক গ্রন্থকার এখন ঘরের পয়সা দিয়ে বই ছাপিয়ে উই আরশুলার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করেন।

প্রমথ। (হিল্লোলার হাত ধরিয়া) Oh My Sweet, you are a wit?

হিল্লোলা। ছাড় এখন হাতখানা—Quit; একটু কাজ আছে আসছি সেরে।

প্রমথ। এইতো এতক্ষণ ছিলে, আবার আমার কি কাজ ?

হিল্লোলা। বটে ?—

(গীত)

আমার কাজটা কি—কাজটা কি—কাজটা কি ?
তুমি থাক চক্ষু বুজে—মুখটী গুঁজে—বুঝবে তা কি ?
এই রান্নাঘরে ঢুকতে হলো,
বামুনদিকে বকতে হলো,
ঝি বুঝি বাজারে গেল—নেবু আনতে বাকি।
এ নয় পেয়ে বেয়াক্কেল মামলাবাজ মক্কেল ;
কোকিল ডেকে উকীলাগিরি শামলা নেড়ে ফাঁকি।
তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন উপার্জ্জন তার বিসর্জ্জন ঢাকি ॥

প্রমথ। তা তুমি লক্ষ্মিটী, হিল্লোলা না থাকলে কি আমার ঘর একদিন চলে।

হিল্লোলা। এইবার চলতেই হবে।

প্রমথ। কি রকম ?

হিল্লোলা। হিল্লোলা যে দোলায় উঠবে।

প্রমথ। হৃদয় দোলায় তো উঠেই আছে, আর কোন দোলায় ?

হিল্লোলা। এই দেশে যাব—তাই বলছিলুম।

প্রমথ। তাতো যাবই ঠিক করে রেখেছি, এই বড় দিনের ছুটী হলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

হিল্লোলা। হাঁ, তোমার তো আর আগে যাবার সুবিধা হবে না, আমায় কিন্তু যেতে হবে, আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাব।

প্রমথ। কি ?

হিলোলা। ছুটী মঞ্জুর হোক।

প্রমথ। কি ?—

হিলোলা। সেজ দাদার যে বিয়ে, তাই মা নিতে পাঠিয়েছেন।

প্রমথ। কেন আর বুঝি কন্যা জুটছে না ?

হিল্লোলা। না, আমায় গিয়েই ঠাকুরঝীকে ঠিক কত্তে হবে। লক্ষ্মীটী—ছি ভাইটী—বাবুটী আমার—হুকুম জারি কর; আমি এখানকার সব গোছগাছ বন্দোবস্ত করে রেখে যাব, তোমার কোন কষ্ট হবে না। আর এই কটা মাস বাদেই তো তুমি যাবে, তার পর এক সঙ্গে আসবো।

প্রমথ। তুমি এই কথা প্রাণ ধরে বল্লে ?—হাঁ বলে—বল্লে ?

হিল্লোলা। ছি অমন কত্তে আছে; তা নয় বে টৈ চুকে গেলে আবার আসবো।

প্রমথ। নির্দ্দয়ে—নিষ্ঠুরে—কঠোরে—ব্যাটরাবাসিনী—মটর-মুখী—রাঠোরবালে! এই বুঝি তুমি প্রেয়সী—দেখনহাসি—এলো-কেশী—বারাণসী ? এই বুঝি বিরহিনী—পাগলিনী—খগোলিনী—জাঙ্গলবাসিনী ? ওরে ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর ধিক তোরে! আবেরে বক্ষবিলাসী—যশস্বী—রাক্ষসী! তোর প্রাণে দয়া নেই—মায়া নেই—গয়া নেই—গঙ্গা নেই—গদাধর নেই—তাঁর পাদপদ্মও নেই।

হিল্লোলা। চুপ কর চুপ কর বাড়ীতে অন্য লোক আছে; আমায় নিতে অরুণ এসেছে।

প্রমথ। তোমায় নিতে যম এসেছে।

হিল্লোলা। দূও দূও রাগের চোটে ভুলে আমার গাল দিয়ে ফেলেছে।

প্রমথ। আমায়—আমায়—আমায় নিতে বলেছি।

হিল্লোলা। তা বেশ করেছো বলেছো; সে যাক—দেখ আজ রাত্রের গাড়ীতে যাওয়া হবে, আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

প্রমথ। খালি যৎসামান্য কাজ—আমায় বলাটুকু বাকি ছিল বুঝি?

হিল্লোলা। চটছো কেন?—লোকের স্ত্রী কি বাপের বাড়ী যায় না?

প্রমথ। আর স্বামীর মাথাটা কি কচমচিয়ে চিবিয়ে খায় না?

হিল্লোলা। আমায় যেতে দেবেনা—দেবেনা—দেবেনা?—তবে আমি রাগ কর্ব্বো—মান কর্ব্বো—কাঁদবো।

প্রমথ। প্রিয়ে প্রিয়ে! সত্যই আমায় ছেড়ে যাবে? ওরে কে আছিস—জল নিয়ে আয় পাখা নিয়ে আয়, আমি মূর্চ্ছা যাব।

হিল্লোলা। তা হলে আমি হুড হুড় করে মাথায় জল ঢেলে দেব, এই সখের কার্পেট টার্পেট সব ভিজে যাবে।

প্রমথ। না না, তা হলে যাবনা—যাবনা—মূর্চ্ছা যাবনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অজ্ঞান হই।

হিল্লোলা। আর অজ্ঞান হতে হবেনা। শোন—দেখ, তুমি নিজে গিয়ে আমায় রেলে তুলে দিয়ে আসবে, আর রোজ চিটী লিখবে, আর—আর—আর দেখ, কিছু অন্যায় [illegible] যেন করোনা—খবরদার।

প্রমথ। আর আমার কবিতাই যখন চল্লো, তখন আর কি নিয়ে অন্যায় কর্ব্বো?

হিল্লোলা। দুদিন চোখের আড়াল হলে কি আর কবিতাকে এত মনে থাকবে? আচ্ছা সত্য বল দেখি, এতটা কি মনে থাকবে—থাকবে? এক একবার কি আমাকে ভাববে?

বল রাখিবে মনে ?

রাখিবে—রাখিবে—রাখিবে মনে ?

চল তবে, কিন্তু একটু সকাল সকাল আজ কাছারি থেকে এসে’।
ওরে ঝিরা কোথায় গেলি ?— ঘরটা পরিষ্কার কর।

[প্রমথ ও হিল্লোলার প্রস্থান।

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

ঘরখানি কি ঝরঝরে।
ঘরের ঘরুণীটী খরখরে ॥
যেমন ফুলের মত গা, তেমনি মোলাম তুলোর বিছানা,
আহা এই বালিসে চুল ঘষেছে সুগন্ধ কি ভরভরে।
এই পালঙ্কে অঙ্গ রাখে, বদন-চাঁদে চাঁদে ঢাকে,
ভুজন সুজন কোকিল কূজন প্রেমেতে মন তরতরে ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমথ বাবুর বাংলার ফটকের বহির্ভাগ।

(বয়)

বয়। যখন কলকেতায় বাঙ্গালী বাবুদের ক্লবে ছিলুম, তখন ছকড়ী বাবুর কাছে কত গান শিখতুম; প্রিয় বাবু খুলে রেখে দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলছিলেন, ঘড়িটে তাঁর হারিয়ে গেল; তাইতো আমি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে এ বাবুর সাথ পশ্চিমে এলুম। আহা ক্লবে থাকতে কত চিজ্ ভাঙ্গতুম! এখানে একটা

বাবু—কখানাই বা বাসন ? এই মাসকাবারের আরও পাঁচ দিন বাকি আছে, এখনও এগারটা বই চিমনি ভাঙতে পারিনে। এই বাবুরা সব বলেন যে আগেকার চেয়ে এখন দিন খুব ভাল পড়েছে, আর লোক সব বেশি বুদ্ধিওয়ালা হয়েছে,—তা ঠিক। এই তখন সব বাবুরা লণ্ঠন জ্বালাতো, বড় মানুষ বাবুরা কি সাহেবেরা বেলোয়ারি ফানুষ ; সেটা ভারি দামের জিনিস, বেচারা খানসামা ফরাসেরা খুব হুঁসিয়ারিতে হাত লাগাতো ; একটা ভাঙ্গলে মনিবের একেবারে বেশি লোকসান—ভারি গোলমাল পড়ে যেত। এখন কি মজা ! কেরোসিনের আলো—দেদার চিমনি ভাঙ্গছি, দশ পয়সা কি চার আনা করে দাম—খুচরা খরচের ভিতর চলে যায় বাবুদের অত গায়েই লাগেনা। আর এই ঘর ঘর চা চলে গেছে, আমরা গরীব খানসামারা মনের সাধে চীনের বাসন ভেঙ্গে নিচ্ছি ; আমার নানার কাছে শুনেছি, তাঁর এক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীর খানসামার সঙ্গে দোস্তি ছিল, সেই বাঙ্গালী চাকরটা নানার কাছে কত কাঁদতো, বলতো তার মনিববাড়ীতে নানার সাহেবের মতন চীনের বাসন নেই, সে কিছুই ভাঙ্গতে পারনা। ভারি ভারি কাঁসার বাসন আছড়ে ফেল্লেও কাণাটা আসটা একটু [illegible] ফাটে, কাজ চলে যায়। যে সাহেবরা এ মুল্লুকে চি[illegible] চীনের বাসন সব পাঠায়, তাদের চাই এই সব বড় বড় খানসামাদের সাল সাল বড় বড় একটা বক্‌শিশ্ দেওয়া, আমাদের হিক্‌মতে তাদের মাল কাটতি কত বেড়ে যাচ্ছে। ও বাবা! এ জুজুর মতন ক্ষেজে কে আসে গো—ও বাবা মাথায় শিং নাকি ?—

(হলাহলানন্দস্বামীর প্রবেশ)

হলা। কস্ত্বং ?

বয়ণ তা বাবা তুমি যে মস্তব—তা আমি বুঝতে পেরেছি ; তা বাবা যদি কৃপা করে এখান থেকে অন্তম হও, তা হলে আমার পরাণটা থড়তব হয়। এখানেতো হুজুম টান দেবার কিছু নেই— সরে দেখনা।

হলা। ত্বং কিল কীদৃশো নাম বর্ব্বরঃ ?

বয়। আমার নাম 'বর্ব্বর' তোমায় কে বল্লে তুজু মশায় ? আমার বিয়েই হয়নি, আমি একবার এক বরও হইনে ; যে ছটো বে করে তাকেই কি বলে 'বর্ব্বর' ? তুজু মশায় ! যা বলছো সিধে করে বল, নইলে আমি বুঝতে পারিনে।

হলা। অহহ ! দেবভাষাং নাম সংস্কৃতাং ন জানাসি ?

বয়। ও সব বাজে কথা রাখ কর্ত্তা ; তুমি চাও কি ? সাহেবের কাছে যাবে ? - তোমার নাম কি ?

হলা। নাস্তি মম নাম, ন বাপি গোত্রজ্ঞানং, ন তথা উপাধেঃ পরিচয়ঃ। সংসারনির্লিপ্তোঽহং সন্ন্যাসী, মানবাস্তু সমাহ্বয়ন্তি মাং পরিব্রাজক—পরমহংস—হলাহলানন্দ—স্বামী—এলে ফেল ইতি আখ্যয়া।

বয়। ও বাবা ! খুব লম্বা বুলি আউড়ে গেলে যে ?—ওইটে কি তোমার নাম ? তা হবে, মগুরি পাহাড়ের মতন পাকড়ীটে যে লম্বা ঘুরে উঁচু হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে নামটাও মাইল তিনেক লম্বা না হলে চলবে কেন ? তা বুঝেছি ঠাকুর, তোমার খাতাও সঙ্গে সঙ্গে দেখছি, ও রকম ঢের আসেও জানি, এখন হবে টবে না ; বহুজী কলকেতায় যাবে, সাহেবের মেজাজটা বড় খুসী নেই, তার উপর একজন মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছেন, এখন যাও।

হলা। কুসুমোদ্যানশোভিতং প্রাসাদতুল্য … মেতৎ বিষয়বিষমগ্নস্য কস্য নাম পাপিষ্ঠস্য ?—

বয়। আর আমার পিঠে পা দিতে হবে না ; … ধরমশালায় যাও, অনেকের মাথায় পা দিতে পারবে—দুপয়সা আ… হবে।

হলা। সৌরাভামোদ—

বয়। আ গেল যা বিট্‌লে বেয়াদব ; এ সৈরভীর বাড়ী পেয়েছো, বসে আমোদ কর্ব্বে ? যা যা মিনসে—ছ্যাকাপনা করে না।

হলা। কা নাম জাতিস্তে ? মুখ মিদং পরিদৃশ্যতে বিজিত—মন্মথায়ুধভ্রূভঙ্গং অবিরলচঞ্চলবিলোচনং কাকলিকলিতকল কোকিল-কূজিতং সৌরভমোহিতযুবজনমানসকেশকলাপম্।

বয়। আরে, আমি চুলে কলপ দিয়েছি ?

হলা। যদি নাম কামিনী—

বয়। এ সৈরভী ও নয় কামিনীও নয়, এ ভদ্রলোকের বাংলা ; বাবুর—সাহেবের বাংলা।

হলা। সুধাভাষিণী যদি নাম কামিনী, দূরমপসর ময়া কিল পরিত্যজ্য কামিনীকাঞ্চনং কণ্টকীকাসুন্দীকচ্ছং … কষ্ট-বোধং চ কর্জ্জশোধং কল্পিতং কৌপীনং কেবলম্। দূর …র।

বয়। আহাহা ! আমি সরে যাই দূর হই, আর উনি ফুশ করে বাড়ীর ভিতর ঢোকেন।

হলা। ন খলু অহং বারয়িতব্যঃ। অপ্রতিহত গতবঃ সর্ব্বথা সন্ন্যাসিনঃ। (দ্বার মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ)

বয়। হঠ যাও—খবরদার, এই কদমসিং এই কোচম্যান ইধার আও, একটা মাণিকপীর বাগিচামে ঘুষথা, বাত নেহি শুনতা। (দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান।)

হল্যা। জানাসি অহং ইংরাজী কথন পটীয়সাং মাদৃশাং অস্তি সামর্থ্যং বিলাতীঘুষ্যাঘাতেন ত্বাং নারীং বা পুরুষং বা দূরে বিনি-ক্ষিপ্য উল্লম্ফ্য ফটকং বাট্যাং প্রবেষ্টুম্? (লম্ফ প্রদানে ফটক উল্লঙ্ঘন চেষ্টা ও ভূমিতে পতন।)

বয়। (হাসিতে হাসিতে) বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে, সন্ন্যাসীঠাকুর লাফিয়ে স্বর্গে উঠতে গিয়ে প্রথম ধাপেই আছাড় খেলেন। (হাস্য ও করতালি।)

হল্যা। (উঠিয়া) অরেরে পাটচ্চর, গর্ভদাস, গ্রন্থিচ্ছেদক, রসুন-ভক্ষক, শ্যালক গৃহস্থ শ্যালক, ছুছুন্দর, বৎস রাসভ! ইষ্টং পিনষ্টি ইতি ইষ্টপিটঃ রাসে ফেলয়তি ইতি রাসকেলঃ ইত্যমরঃ।

(সজোরে দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রবেশ)

বয়। গিয়েছে ঘুষে পড়েছে, ছাড়বে না—কোন মতে ছাড়বে না, নেবেই নেবে কিছু সাহেবের কাছে আদায় করে। বহুজীতো দেখলেই একটা টিপ করে কুর্ণীশ করে বসবে, তারপর গলার চেন ছড়াটাই দিন আর এক থান একশ টাকার নোটই আদায় হয়ে যাক। এরাই রাঙ্গা কাপড় চোপড় পরে সেজেগুজে বেরিয়েছে, চোগা পরা বাবুরা আর বড় চাঁদা আদায় কত্তে পায় না। যাই ভিতরে—এখনি সন্ন্যাসীঠাকুরের জন্যে কাফি টাফি হুকুম হবে; আর দুখানা লেগ্ না রোষ্ট কল্লেতো ওনার পেট ভরবে না। সেবার অমনি একটা সংনস্তি এসেছিল, সেতো মুরগী কবুতর মটন বখরা মিলিয়ে তিন সেরের উপুর মাংস খেলে, তার উপর দেড়সের বর্ফি; শেষ খেতে পারে না বুঝি, তাই বর্ফিগুলো রাই মাখিয়ে মাখিয়ে খেতে লাগলো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমথ বাবুর বাংলা—ড্রইং রুম্।

(হিল্লোলার কলিকাতা গমন উপলক্ষে ভৃত্যগণ বিছানা পোর্টম্যাণ্ট ট্রঙ্ক ইত্যাদি গুছাইতে ব্যতিব্যস্ত; একটী হোল্ড-অল হস্তে লইয়া প্রমথ বাবুর প্রবেশ)

প্রমথ। এই বয়!—ষ্টুপিড্ এই ছিল আর ঠিক সময়টী বুঝে কোথায় গেছে; নে মোথরো—দে মশারিটেএর ভেতর পুরে।

মথুর। মশারি? এই এই মশারি কাঁহা গিয়া—কাঁহা রাখ্‌খা? (নিজের পায়ের কাছে মশারির প্রতি লক্ষ না করিয়া টেবিলের নীচে, আল্‌মারির উপর, চায়ের বাটীর ভিতর প্রভৃতি স্থানে মশারির অন্বেষণ, ও অপর ভৃত্যগণের তদন্বেষণে যোগদান; এবং 'মশারি কোথায় গেল', 'কাঁহা গিয়া', 'এই হিঁয়াথা' ইত্যাদি গোলযোগ।)

প্রমথ। বলি ও কানাবা কোথায় খুঁজছিস? হ্যাঁরে ও মোথরো, এই যে তোর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে? এই ট্রেনটা-আজ ফেল্ করাবি দেখছি। (নেপথ্যের দিকে) ওগো, তোমার বই ফই তেলের শিশি ফিশি কি দেবে দাওনা—এতেই দিয়ে দিই; কোথায় গেলে গো? এস না—আমায় হেল্প্ কর না হিল্লোল।

(এক খানি রাঙা তোষক মুড়ি দিয়ী হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। এই জুজুবুড়ী যাচ্ছে জুজুবুড়ী যাচ্ছে, তোমরা ভয় পাওতো সরে যাও, হাঁউ মাঁউ খাঁউ।

প্রমথ। দেখদেখি, এই সময় ছেলেমানষী আরম্ভ করে

দিলে! একে তো এই বেটারা সব গোলমাল কচ্ছে, তার উপর তুমি বুঝি সং সেজে রং আরম্ভ করে দিলে? ট্রেন্ ফেল্ হলে কিন্তু আমার দায় দোষ নেই।

হিল্লোলা। বটে, একটু আহ্লাদ কচ্ছি তাও বুঝি তোমার গায় সইলো না? তবে আর আমি জুজুবুড়ী সাজবো না, এই নাও—তোমার যা ইচ্ছে কর। (তোষক ভূমিতে নিক্ষেপ) মনে করেছিলুম বলবো আমায় লেডি গাড়ীর সেই উপরকার ঝোলনায় আজ তুলে দিও; বেশ পড়ে যাব পড়ে যাব মনে হবে, অথচ পড়ে যাব না—খুব মজা হবে; তা আর বলবো না।

প্রমথ। তা না বলবে নেই বলবে, মোদ্দাত একজনের শিশি বই টই কই?

হিল্লোলা। সব ও ঘরে ছড়ান রয়েছে; আমি কারুর সঙ্গে কথা কচ্ছিনে,—কিন্তু গাড়ীতে পড়বার জন্যে দুএক খানা কি বই বাহিরে রাখবো?—ওহো মনে পড়েছে মনে পড়েছে, সুরেশ মজুমদারের 'মহিলা'খানা নিই, ও খানা আমার কাছে কখন পুরণো হয় না।

প্রমথ। নিজের পূজো কবে আর কার তা মনে হয়?

হিল্লোলা। আর অমন পূজো কত্তে জানেই বা কজন? শেখোগে শেখোগে—পড়ে শেখোগে, যাই আনিগে আনিগে। এই সরকার—I say বাবু, ভালা করকে কাম করো, চিজ্‌বস্তু সব ঠিক করো, বকশিস মিলেগা তলব দুনো হোগা।

[প্রস্থান।

প্রমথ। Giddy Girl! হাঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাসে) চলে গেলে আমার ঘর আঁধার হবে। দেখেছো দেখেছো—কোন বেটা

হিন্দোলার হাবিফের (House wife) সঙ্গে আমার সিগার কেশটা পূরে দিয়েছে। (হাস্য।)

(মথুরের চা-দানি লইয়া প্রবেশ)

মথুর। (টেবিলে টী-পট রাখিয়া) চা তৈয়ারি সাব্।

প্রমথ। থাক থাক; সোক এক বাক্স—ছুরী এক খানা—ক্যাম্ফর একশিশি।

মথুর। গাঁও সে বহু আয়ী খরচা মাংনেকা লিয়ে।

প্রমথ। বেটার যত নালিশ এই সময়; মারবো বেটাকে, ফেরো। (প্রহারোদ্যত)

(হলাহলানন্দস্বামীর প্রবেশ)

হলা। Blessings on this house of sin! সাধু-পাদ-স্পর্শে এই পাপ-পুরী পবিত্র হলো।

প্রমথ। কে আপনি?

মথুর। এই আবি যাও—যাও—বাহার যাও।

প্রমথ। হ্যাঁ আজ যাও—রোজ রোজ কেন? দেশের লোক দুঃখে পড়েছো তাই কিছু দেওয়া গিয়েছিল; আবার রোজ কেন?

হলা। আপনার ভুল হচ্ছে, আমিতো আর কখনো আসিনি।

প্রমথ। কি?—এই যে সেদিন বাঘ সেজে এসেছিলে, আর এক দিন গয়লানী সেজে এসে চার আনা নিয়ে গেছ। মোথরো চারটে পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দিগে যা।

হলা। Sir! you are mistaken; আমি সত্য সন্ন্যাসী—বহুরূপী নই; They call me by the name of পরিব্রাজকা-পরমহংসা-হলাহলানন্দ খোয়ামী এলে ফেল।

প্রমথ। ওঃ বুঝেছি বুঝেছি; তা আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি

দেখতে পাচ্ছেন, মিসেস্ চৌধুরী রাত্রের ট্রেনেই Calcutta যাবেন, some other day—another time.

হলা। তা আপনি কাজ করুন না আমার জন্ম ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই। I will make myself quite at home, perfectly accustomed to it; home everywhere—welcome or otherwise—Master in or out; আপনি কাজ করুন কাজ করুন, একি চা তোয়েরী যে? Steaming hot, with your permission—no thanks.

(বাটিতে চা দুধ চিনি ইত্যাদি ঢালিয়া পান করিতে করিতে) এটা দার্জ্জিলিং টী! Growing one of the hightest gardens, ব্যস্ত হবেন না ব্যস্ত হবেন না।

প্রমথ। ওঃ দেখছি আপনি একজন চায়ের ভাল Connoiseur।

হলা। ওঃ আমি চা কফি কোকো চকোলেট বেদানার আরক চিনির পানা লেমনেড এ সব মুখে দিলেই বলতে পারি ভাল কি মন্দ—আর কোথাকার তোয়েরী? I always insist on my hosts to give me the best of every thing.

প্রমথ। চমৎকার অভ্যাসতো?

হলা। কত্তে হয়েছে সবই জগতের জন্ম! বুদ্ধদেবের মান রাখবার জন্য সিলোনের কফি খাই; ইংরেজদের সঙ্গে আমীরের যাতে সদ্ভাব থাকে সেই উদ্দেশ্যে বেদানার আরক খাই, আর দেশের লোকের মুখের দিকে চেয়ে এবেলা ওবেলা চা খাই। আপনি জানেনই তো—এই চায়ের কাজে কুলীগিরি ও অন্যান্য চাকরি দ্বারা দেশের কত লক্ষ লোক অন্নাভাবের হাত থেকে

বেঁচে যাচ্ছে। আমি যদি চা না খাই—আর সকলেও খাবেনা চার ব্যবসা মাটী হবে, তখন কুলির পাল ভিক্ষে বা ডাকাতি কর্ব্বে; আর চা বাগানের বাবুরা খবরের কাগজ লিখবেন বা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি কর্ব্বেন।

প্রমথ। আর সন্ন্যাসীও হতে পারে?

হলা। সম্ভব, কিন্তু একবার চাকরি টাকরি করে স্পিরিট দমে গেলে আমাদের মতন স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্বের ভাব আনতে পারবে না। রুটী মাখন এখানে সব আছে, আমি আপনাকে আপনি হেল্প কচ্ছি; রুটিটী গ্রেটইষ্টারণের মত কোথাও হয় না।

প্রমথ। তবে আমিও এক কপ্ নিয়ে নি।

হলা। Quite welcome!—আসুন—এ আপনারই সব মনে করুন না। (চা প্রদান।)

প্রমথ। এ চা কি আপনার তত ভাল বোধ হচ্ছে না? I always get my supplies direct from Calcutta.

হলা। কেন, আপনাদের এখানে 'ইউলের টী' বাজারে থাকে না?

প্রমথ। তা থাকে; ভদ্র টী—বনিয়া টী—সাত আনা আট আনা পাউণ্ড, সেও বেশ জিনিস। কিন্তু কি জানেন—আমাদের এখানে একটু position রেখে চলতে হয়, সাহেবদের ক্লবের মতন আমাদের ক্লবেও বিলিয়ার্ড টিলিয়ার্ড সব আছে, আর ওঁদের supply যেমন কলিকাতা থেকে আসে—আমাদেরও তাই। ওঁরা যেমন ইউলের Head Firm থেকে ১৲ টাকা পাউণ্ড Reis Tea আনান, আমরাও তেমনি তাই আনাই। সামান্য খরচের জন্য নিচু হতে যাব কেন,—কি বলেন?

হলা। হুঁ, আপনি এ বাঁকিপুরের বারে কতদিন প্র্যাক্‌টীশ্‌ কচ্ছেন? (পুনরায় রুটী ও চা পান।)

প্রমথ। ওঃ আমি 92এ B. L, দিই, তার পর বরাবর এই-খানেই আছি।

হলা। হুঁ, তার পর? (পুনঃ চা পান।)

প্রমথ। Thank Heaven, I am getting on tolerably well. আসল কথাটা আপনাকে বলি; আমি যদিও অদৃষ্ট মানিনে, কিন্তু মিসেস চৌধুরী—বুঝেছেন?—আমার স্ত্রী—বড় পয়মন্ত, Lucky as লক্ষ্মী Herself. (ইত্যবসরে প্রমথের চা রুটী লইয়া স্বামিজীর ভক্ষণ।) প্রথম বছর দুই কিছু কত্তে পারিনে, কিন্তু তিনিকে এখানে আনার পর থেকে—দেওয়ালি পোকা যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর উপর এসে পড়ে, মক্কেলের পালও তেমনি আমার কাছে এসে জুটতে লাগলো।

হলা। হুঁ, তার পর? বলুন বলুন—বড় interesting তো।

প্রমথ। তবে টাকা আদায় কত্তে জানা চাই;—But I am gossiping away while my tea is getting cold; I must be a fool indeed

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। Yes Sir?

প্রমথ। (নিজের অংশের চা ইত্যাদি না দেখিয়া) Why,—আমার চায়ের বাটি কোথায় গেল? রুটীও তো নেই?

হলা। No thanks, don't mention; ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল

তাই আমি পরমাত্মাকে দিয়েছি। আপনি আবার নিয়ে খান না, এই ছোকরা বাবুকে চা ঢেলে দে।

বয়। (টী-পট নাড়িয়া) এতো হয়ে গেছে, কিছু কি আপনি আর রেখেছেন?

প্রমথ। আচ্ছা যা'ক আবার আনতে বল। Excuse me for a moment, I must look after my poor, wife's baggage. (চেয়ার ছাড়িয়া গাঁঠরী ইত্যাদি নাড়াচাড়া)

বয়। Eat you cabbage Sir? তা আমি বয়েল কত্তে দিয়েছি।

হলা। All right, তবেতো আজ ডিনার বড়ই জাঁকাল হবে, Boiled cabbage পর্য্যন্ত যোগাড় হয়েছে; নতূন বাঁধা কপিটে ভারি উঁচু জিনিস।

প্রমথ। আপনি কি কপি বড় ভালবাসেন?

বয়। সে কপিটে বড় ছোট আছে, দুজনেব হবে না।

হলা। দেখুন চৌধুরী সাহেব, যদি কপি ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কল্লেন—তবে শুনুন; আমি সব ভালবাসি, ভালবাসিতেই আমার জন্ম, ভালবাসাতেই স্ত্রীপুত্র ত্যাগ, এই ভালবাসার জন্য বুড়ো মাকে কাঁদিযে কাঁদিয়ে অন্ধ করে দিয়েছি। আমি সব ভালবাসি,—আলু ভালবাসি, সন্দেশ ভালবাসি, ক্ষীর ভালবাসি, বেদানা আঙ্গুর, এক কথায়—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরুলতা শাখা প্রশাখা মূল কাণ্ড সবই ভালবাসি। কথাটা হচ্ছে—আমার ভিতরকার সূক্ষ্ম আত্মা যখন যা চাবেন আমাকে তখনি তা দিতেই হবে; তা—beg, borrow, steal or forge; কবির উক্তি—আপনার তো জানাই আছে।

বয়। হ্যাঁ জুজুজী, এখন তো বেশ বাঙ্গলা ইংরেজী বলছো,

তবে আমার সাথে তখন ফটকে কেন ওই সব কাঁকড়ী মাকড়ী কং ঘং মন্তর ঝাড়ছিলে ?

হলা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)—আপনার এই চাকরের সঙ্গে আমি সংস্কৃতে আলাপ করেছিলুম তাই বলছে। চাকর বাকর ছোট লোক অসভ্যেরা ইংরেজি বোঝেনা, ওদের কাছে সংস্কৃতে কথা কইলে তবে 'সাধু' বলে চিনতে পারে—একটু ভয়টয় করে। By the bye আপনার dinner hour কখন ?

প্রমথ। আট্টার পর ; আপনি কি—কিন্তু রাত্রে আমরা একটু ইংরেজী রকম—

হলা। Oh ! quite my way. ডিনারের দেথছি এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি আছে, ততক্ষণ খানচেরেক রোল আর গোটা পাঁচ ছয় আলু বয়েল আন দেখি ; আমার ধ্যানের সময় হলো, এখন সমস্ত সংসার থেকে মন গুড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় ফেলতে হবে ; আর দেখ—যে কটা এ্যাণ্ডা বয়েল হয়েছে আনিস।

প্রমথ। যা না—উনি যা অর্ডার কচ্ছেন এনে দে না।

বয়। আপনার জন্যে কি একটু জল-সাবু বেনিয়ে রাখবো ?

প্রমথ। কেন রে ?

বয়। এই মাণিকপীর ঠাকুর যে আজ এখানে ভোজন কর্ব্বেন ; আপনার খাবাব কি হবে তাই ভাবছিলুম।

প্রমথ। তুই যা যা।

[বয়ের প্রস্থান।

হলা। আপনি কি কার্লাইলের Sartos Resartos পড়েছেন ?

প্রমথ। না, আমি Pollock on Torts পড়েছি।

হলা। আপনি একটা আশ্চর্য্য দেখেছেন ?—

প্রমথ। হ্যাঁ, এই আপনারা যে আলাপ নেই পরিচয় নেই, পরের বাড়ীকে দু মিনিটের মধ্যে নিজের ঘর দোর করে নিতে পারেন—বলতে কি নিজেই সব দেখে শুনে নেন, কর্ত্তাকে আর কোনরূপ কষ্ট দেন না, এটা কি কম আশ্চর্য্য ?

হলা। একি আশ্চর্য্য দেখলেন ? আমার জীবনই আশ্চর্য্য ! এই দেখুন—আমি সংসার ত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন ? এ ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কেবল লোককে সদ্ব্যয় করাবার প্রবৃত্তি দেবার জন্য।

প্রমথ। তবে আপনার ও খাতা খানি বুঝি চাঁদার ?—আপনার কি সঙ্কল্প ?

হলা। আশ্চর্য্য সঙ্কল্প ! কেবল বিশ্বের হিতের জন্যে আমি একখানা বড় বাগান প্রস্তুত কর্ব্বো, তার নাম হবে হলাহল কানন। সেখানে সকল প্রকার ফুলের গাছ থাকবে, যেখানে যত রকম মিষ্ট ফলের গাছ আছে সবই রোপণ করা হবে ; চারিদিকে ঝিল—সেখানে রুই মৃগেল কাঁকড়া কচ্ছপাদি জলচর জীব ক্রীড়া কর্ব্বে।

প্রমথ। সে বাগানে কি যে সে ঢুকে ফুল ফল পেড়ে নিতে পারবে ?

হলা। না ; সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। আমার উদ্দেশ্য আরও মহৎ,—অলি দল বিনা মূল্যে পুষ্পে পুষ্পে মধুপান কর্ব্বে, বিহঙ্গমগণ বিনা ব্যয়ে পক্ক ফলে চঞ্চু প্রদান কর্ব্বে, চিলগণ অবসর ক্রমে মাছগণে ছোঁ মার্ব্বে, আর মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী কুসুম কুঞ্জে বসে আমি ধ্যান কর্ব্বো। এই দেখুন না—রাজা মখমলাল

সিং ৫৩৫৲ টাকা সহি করেছেন, মহারাজা কাঙ্গালীচরণ খুঁই ২৫০০৲, ডাক্তার বনমালী আড্ডী ২৩৲—এটা পেড্; এই থেকে ১০৲টী টাকা একখানা ডার্‌বী টীকিটে ইন্‌ভেষ্ট্ করা গেছে।

প্রমথ। আপনার সন্ন্যাসে লটারী খেলাও আছে দেখছি যে?

হলা। এ জগতই লটারী—স্মৃতি ক্ষেত্র মাত্র। বিশেষতঃ আমি যা করি তা একেবারে নিষ্কামী হয়ে করি; এই যে ইউল কোম্পানির কথা হচ্ছিল, তাঁদের একপ্যাকেট চা কিনে ফেলেছিলুম; লাগবিতো লাগ—আমার নম্বরই উঠেছিল; একেবারে এক পয়সা দিয়ে ৫০৲ টাকা!—নিষ্কামী হবার ফল দেখুন; আপনাব—৫২৫৲ টাকাই ফেলি—কেমন?

প্রমথ। সে কি মশায়—আমি অত টাকা কেন দেব?

হলা। আহা বুঝুন মহাশয় আমার কথা। আপনি হচ্ছেন এখানকার Rising Pleader, আপনাব উপব হিংসেও অনেকের আছে, অনুকরণ কর্ব্বার ইচ্ছা জুনিয়াবদের ভিতরও কম নয়; আপনার বেশী টাকা সইটে দেখাতে পাল্লে আব দশজনের কাছেও কিছু বেশী বেশী পাওয়া যাবে। শুনুন, আপনি দেবেন ২৫৲—কিন্তু সহিটে করুন ৫২৫৲।

প্রমথ। সেটা কি রকম ভাল ব্যবহাব হবে কি?

হলা। ধর্ম্মেব জন্য।—ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে হয়—এতো একটা মিছে কথা বই নয়? You will die a Martyr. আর দেখুন আমার কাজে আর পাপ নেই, আমি সমস্ত হৃষিকেশকে অর্পণ করেছি।

প্রমথ। তবে চাঁদা আদায়টা নিজের ঘাড়ে রেখেছেন কেন?

হলা। আহা প্রেমময় আমার লোকের পাপের বোঝা নিতেই ভালবাসেন! Resolution, move, second support করে ঠিক হয়ে গেছে, যে মানুষ যত মন্দ কাজ কর্ব্বে ভগবান তার দায়ী; ভাল কাজ যদি কিছু থাকে, তবে তার জন্যে বাহাদুরী মানুষ নিজেই নিতে পারবে। আমি কে তা জানেন?

প্রমথ। আগে কোথাও চাকরী কত্তেন নাকি?

হলা। উঁহু সে কথা নয়, আমি কে এসেছি তা বোঝেন? এই শুনুন—কাণে কাণে বলি, (নিকটে গিয়া উচ্চকণ্ঠে) আমিই শঙ্করাচার্য্য।

প্রমথ। সেকি?

হলা। "সাধকস্য হিতার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" বুঝেছেন?—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন" বুঝেছেন?—"নলিনী দলগত জলবৎ তরলং" বুঝেছেন?—"মণিবজ্র সমুৎকীর্ণো" বুঝেছেন?—"কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা" বুঝেছেন?—তাই আবার ধরায় আসা।

(কতকগুলি পুস্তক হস্তে হিল্লোলার প্রবেশ)

হেল্লোলা। চাই বই—বই নেবে গো?

মাছে পোকা এক পয়সা,
কলে সাপ এক পয়সা;
পদ্মমণি কল্লে খুন
এমনি তার বঁটীর গুণ!
তারির বই বেচছে মহেশা,
নগদ দাম—এক এক পয়সা॥"

(হঠাৎ স্বামীজীকে দেখিয়া পুস্তকগুলি ভূতলে নিক্ষেপ।) ওমা কে রয়েছে যে গো। (পলায়নোদ্যম।)

প্রমথ। যেওনা যেওনা—ইনি সন্ন্যাসী, বলতে গেলে তোমা-রই Speical অতিথি, এঁর সামনে তুমি আসতে পার।

(অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবস্থায় হিল্লোলার পুনঃ প্রবেশ)

হলা। মা ভৈঃ। (হিল্লোলার প্রণাম করণ।)

প্রমথ। উনি আপনাকে প্রণাম কচ্ছেন।

হলা। আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না।

হিল্লোলা। আপনি কে?—আপনাকে যেন চিনি চিনি; আপনি কি—আর একবার কথা কন দেখি, বাঙ্গালা বলুন।

হলা। কিং ভাষয়ামি? আমায় চেন বলছো—আমায় চিনবে কি? আগে গীতা পড়, কাদম্বরী পড়—শঙ্করভাষ্য পড়, তবে আমায় চিনবে। চিনতে যদি চাও—তবে ভক্তি যোগ কর—রাজ যোগ হটযোগ—

(রুটী ইত্যাদি লইয়া বয়ের প্রবেশ)

বয়। এখন জলযোগ কর, এই রইলো কর্ত্তা।

[প্রস্থান।

হলা। আচ্ছা; আপনি ইংরেজী গীতাটা আপনার স্ত্রীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিবেন। (টেবিল হইতে রুটী আলু লইয়া ভক্ষণ।)

হিল্লোলা। হ্যাঁ তাই—নিশ্চয়ই তাই—আপনি আমাদের সেই হলধর? আমার পিসীমার বাড়ীর কাছে—মনে নেই? আমরা যখন একবার অনেকদিন সেখানে ছিলুম, তুমি মেজদির সঙ্গে খেলা কত্তে? আমি সেই—

হলা। তুই সেই হিলি?

প্রমথ। Sir আপনি কচ্ছেন কি?—ড্যামেজের চার্জ্জে পড়ছেন যে? Not so familiar please, and before her

own legitimate husband ; you know she is my property—personal and real. এ বড় অন্যায় ! সন্ন্যাসী আছেন সন্ন্যাসীই আছেন, তা বলে পরের স্ত্রীকে তুই মুই ? হিল্লোলা থেকে—হিলি ? একি ?—২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা ড্যামেজ হতে পারে।

হিল্লোলা। রাগ কচ্ছো কেন ? তোমার কাছে ওঁর গল্প কত করেছি—মনে নেই ? বলতুম না যে শাঁখারিদের হলা সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে গেছে, এখন তার খুব ভাল সময় হয়েছে।

প্রমথ। ভাল সময় হয়েছে ? টাকা জমিয়েছেন ?—তবে তো gentleman দেখছি ; Your hand please (কর মর্দ্দন করিয়া) আসুন আসুন—বসুন ভাল করে, হিলি বসো। (সকলের উপবেশন) Excuse me, আমি এতক্ষণ আপনাকে ordinary সন্ন্যাসী মনে করেছিলুম ; তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়—গাছতলায় শোয়—দুটো একটা ইংরেজী বুঝি pick করে নিয়েছে ; তা নয়—টাক আছে ! You are a man of substance—ভদ্রলোক ! তাহলে সত্যই আপনি কার্লাইল পড়েছেন ? upper society তে introduce হবার উপযুক্ত লোক।

(ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ লইয়া বয়ের প্রবেশ)

বয়। সাঁজের ডাক আজ দেরিতে পৌঁছেচে সাহেব।

প্রমথ। (খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে) না, লড়াইয়ের খবর বেশি কিছু নেই। নিউজিলাণ্ডে এবার বেশ বৃষ্টি হয়েছে, কামস্কাটকায় একটা লোক Suicide করেছে।

যয়? এ সব বড় জরুরি খবর সাহেব, কাগজওয়ালারা যে বেছে বেছে বার করে এটা বাহাদুরী।

হিল্লোলা। হলা দাদা ওদিক থেকে বাঙ্গালা কাগজের মোড়ক গুলো আমায় দাওনা।

হলা। এই নাও; কিন্তু আমাকে আর দাদা বলে ডেকোনা এখন থেকে স্বামী বলো।

হিল্লোলা। ছিঃ।

প্রমথ। What before my face ?—

হলা। দেখুন আমরা harmless স্বামী, কেননা—আর্শি কামিনী কাঞ্চন কন্টকী কাসুন্দী কষ্টবোধ কর্জ্জ শোধ।

হিল্লোলা। থাক, এ খানায় আর কোন মজা নেই; এইবার 'সুবচনী'খানা দাওতো হলা দা—স্বামী।

প্রমথ। 'জী'টে বল, স্বামীতে নিদেন 'জী'টে জুড়ে দাওগো।

হিল্লোলা। একি!—কবিতাটার মানে কি? 'সুবচনী' যে দেখছি "কটাস কামড়ের" চেয়েও বাড়িয়ে উঠলো; নাম ধরে গালাগাল! আমার নামে লিখেছে।

প্রমথ। We are extremely glad to learn that the vacancy caused in the Port Commissioner's Office by the untimely death of Babu—

হিল্লোলা। রাখ রাখ তোমার পড়া রাখ, আমি একটা শিউরে উঠলুম—তা বুঝি বাবুর খবরেও এলোনা? অবশ্যই 'সুবচনী'র এ কবিতাটা আমাকে গাল দিয়ে লেখা।

প্রমথ। আরে রাম রাম, ও গুলো পড়েই কাজ নেই।

হিল্লোলা। তা বলবে বই কি? যদি তোমার কোন মক্কে-

লের পরিবারকে কাগজওয়ালারা এই রকম গাল দিত, তাহলে এখনি তার ঘাড় ধরে কাছারি টেনে নিয়ে যেতে; আমার কাছে ফি পাবেনা কি না?

প্রমথ। কি হয়েছে? লেখাটা কি—তাই না হয় শুনি?

হলা। শুনবেন কি? আমি আগেই পড়ে ওর ব্যাখ্যা বুঝে নিয়েছি। ভয়ঙ্কর Defamation। (কাগজ লইয়া পাঠ)

"প্রথমে ব্যথিতা বামা ধরি পতিকর।
শুনাইছে শঠ নট কোকিলের স্বর॥"

হিল্লোলা। না দাও—আমিই পড়ি, তুমি ঠিক feeling দিয়ে পড়তে পারবে না। (পাঠ।)

"প্রথমে ব্যথিতা বামা ধরি পতি কর।
শুনাইছে শঠ নট কোকিলের স্বর॥"

হলা। প্রমথ উল্টে 'প্রথমে'; স্ত্রীলোক সম্বন্ধে 'ব্যথার' কথাটা বল্লা বড় অশ্লীল। আপনাকে শুধু 'শঠ' বলেনি—আবার 'নট'! কি না—Actor, যাকে যার যা ইচ্ছে বলতে পারে। আর 'কোকিল' বল্লে যে 'উকীল' বোঝায় তা আর আপনাকে বলে দিতে হবে না।

হিল্লোলা। "বলে পিক কানে মোর ঢালে হলাহল।
আমারে কাঁদাতে নদী কাঁদে কলকল॥"

হলা। ওঃ, 'হলাহল'?—এটা আমাকে। আচ্ছা আমার শালা নন্দরাম বন্ধু High Courtএর Attorney, Rising Criminal Star of the High Court. দেখে নেব।

হিল্লোলা। "পাটনী বিহীনা তরী কে দেয় পাহারা।
বিহরি হিল্লোলে ভুলি গেন আত্মহারা॥

হলা। এই যে, 'পাটনা'ও আছে, 'হিল্লোল'ও আছে।

হিল্লোলা। "নিঃশ্বাস হিল্লোল তুলি কেঁদে ভাসে বালা।
আলু থালু কেশগুলি মুখ যেন জ্বালা ॥

দেখেছো দেখেছো, মুখ যেন—"জ্বালা"। আমি হাঁড়ী মুখী উনুন মুখী নই—'জ্বালা মুখী'। কেন 'বালা'র মিল কি কালা মালা পালা—

হলা। হালা শালা—

হিল্লোলা। "পূর্ব্ব কথা মনে মনে হইল স্মরণ।
বালিকা কলিকা যবে—না ছিল যৌবন ॥"

শোনগো—ও বড় ভালমানুষ বাবুটী, আমার যৌবন টৌবন ছিল না, তোমার দৌলতে হয়েছে।

"কত ছিল সখা সখী বৌ বৌ খেলা।
অচেনা বিবহ ব্যথা প্রণয়ের মেলা ॥" (ক্রমশঃ)

হলা। উঃ কি অশ্লীল—বৌ বৌ খেলা!

হিল্লোলা। আর শুধু সখা সখী নয়—'অচেনা' লোকের জন্যেও আমার 'বিরহ' হতো গো। (দীর্ঘশ্বাস ও হলাহলানন্দর ওহোঃ আহা হরি বোল উঃ উঃ ভয়ঙ্কর! ইত্যাদি ভঙ্গী করণ।)

হলা। Downright Defamation! Absolutely Horrible! Perfidy in Poetry! Moral Suicide—Homicide—Infanticide—Fire-side—Bed-side!

হিল্লোলা। নাও শুনলে—কি বুঝলে?

হলা। বুঝতে কি ওঁর বাকি আছে? দেখছেন না, একেবারে Struck dumb—ঝাঁ বোবা হয়ে গেছেন! মোদ্দাৎ এ কখনই Tolerate করা হবে না; আমি যে যড়রিপু-ত্যাগকারী-যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, এ পড়ে আমারই শোণিতের মধ্যে পিনাল কোড

সেসন কোড তরঙ্গায়িত হযে উঠছে। "অন্য পরে কা কথা—কাকস্য পরিবেদনা।"

প্রমথ। কই আমি তো কবিতাটায় মানহানিকর কিছুই দেখলুম না, মানেই কিছু বুঝতে পাল্লুম না।

হলা। সেই টুকুতো ওদের মজা; খুব গালাগাল দেয়—অথচ কিছু মানে বোঝবার যো নেই। লেখকের নাম পাই আর না পাই, এডিটারকে responsible কর্ব্বোই কর্ব্বো।

প্রমথ। দেখ, স্বামীজীতে তোমাতে মিলে অনেক করে একটা ব্যাখ্যা কল্লে বটে, কিন্তু এইটে ঘাড় পেতে নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বার করা কি ভাল? আমি নিজে উকীল— জানিতো? Cross-Examineএ খামোকা কতকগুলো ঘরের কুৎসা বার কর্ব্বার স্থবিধা পাবে।

হিল্লোলা। কেন আমাদের জীবনে এমন কি অন্যায় কথা আছে, যে প্রকাশ কল্লে লজ্জা হবে? বেশ আমি কলকেতায় যাব না।

প্রমথ। না যখন উদ্যোগ হয়েছে, তখন যেতেই হবে; আমি কেমন একটী Love-Scene play কর্ব্বো সাধ করে রেখেছি।

(গীত)

কত সাধ হৃদি চাঁদ করেছি মনে।
দিব বিদায় তোমায় প্রেম ফ্যাশানে॥
শোভিত টীপ বিন্দু, দেখিব মুখ ইন্দু,
তিলেক তরে হইয়ে হিন্দু, 'দুর্গা দুর্গা' বলিব বদনে॥
মধুর বাসন্তিবেশে, দাঁড়াবে লো এলোকেশে,
আমি মিলাব নয়ন ঐ দুটী জলভরা নয়নে॥

করিলে কিছু আনিতে ভুল, তুমি বাধাবে মহা হুলস্থূল,
আমার মরমে—প্ল্যাটফরমে
হানিবে লো আঁখিশূল তুমি ঘনে ঘনে ॥
প্রেমে হয়ে গদ গদ, ধরিব আরাধ্য পদ,
লব মুখ-কোকনদ এ হৃদয় হ্রদে ;—
আদরে অধরে লব ওহো বিদায় চুম্বনে ॥

হিল্লোলা। আর ভালবাসায় কাজ নেই।

(গীত)

যা যা—ছিঁড়ে যা প্রেম ফাঁশ।
পতি হয়ে দেখে যুবতীর মান নাশ ॥
যে যেখানে যত আছে সম্পাদক,
মানহানিকর ভেরিনিনাদক ;
ফক্কালেখক ঢক্কাবাদক ওগো কলমে কর সর্ব্বনাশ ॥
গালি দাও লিখে গদ্য পদ্য, বধ বধ বালা চৌদ্দে অদ্য,
হাসিয়ে সহিবে, তুড়িতে উড়াবে, মম পতি এসে পাশ ॥
বল বল বল যত পার খুসি,
শান্ত-মতি পতি মারিবে না ঘুষি ;
পড়িয়ে পাঠক গড়িয়ে পড়িবে পিটিতে পিটিতে তাস ॥

হলা। আপনারা যে দেখছি গানটান গেয়ে ভাব করে আসল কথাটা চাপা দেবার উদ্যোগ কচ্ছেন ; কিন্তু আমার শালা নন্দরাম বন্ধু বলেছেন—যে একটা নতুন Defamation case দিতে পাল্লে তবে আমার 'হলাহল কাননের' জন্য ১০০৲ টাকা চাঁদা দেবেন ;

এ ধর্ম্মকার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়া আপনাদের বড় অন্যায়। উঃ কি ভয়ঙ্কর! "পাটনী—" "তরী—" "হিল্লোল—" "অচেনা বিরহ"!

হিল্লোলা। আর মুখ যেন 'জালা'? আচ্ছা তুমি কিছু কর না কর, কলকেতায় তো যাব; মেজদিদির স্বামী শুনেছি "অবতার" হয়েছেন—অনেক লীলা দেখাচ্ছেন; আগে আমার এই কলঙ্কভঞ্জন তাঁকে দিয়ে করাব।

প্রমথ। এই নাও, এই বাব তোমার হরিনামের ঝুলি থেকে বুদ্ধির বুলি বেরুচ্ছে; ও "অবতার ফবতার" বিশ্বাস টিশ্বাসগুলো ছেড়ে দাওনা।

হলা। তাহলে কি আপনি বলেন—আমি 'শঙ্করাচার্য্য' নই?

হিল্লোলা। শোন, তোমার বিশ্বাসে অবিশ্বাসেতো কিছু কাজ হবে না; আমার বিশ্বাস যে মেজদিব স্বামী বিষ্ণুর অবতার না হলেও তিনি যে বুদ্ধির অবতার, তাব আর সন্দেহ নেই। ভোবে কলকেতায় পৌছেই তাঁর বাসায় গিয়ে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বো; তাঁর দ্বারা আমার কলঙ্কভঞ্জন হোক বা না হোক মান-রক্ষা যে হবে সেটা নিশ্চয়।

প্রমথ। 'সুবচনী'র সম্পাদকটা কে?

হলা। Oh! I know him a dare-devil fellow, কাকেও গ্রাহ্য করে না; এই জন্যেই লোকে তাকে 'বাক্য বিষরদ' নাম দিয়েছে।

(নেপথ্যে ডিনারের ঘণ্টা ও বয়ের প্রবেশ।)

বয়। টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে।

প্রমথ। ডিনারটা নেওয়া যাক; হিলি তুমিও যাও কিছু মুখে দিয়ে এস।

হিল্লোলা। তা যাচ্ছি, কিন্তু আমার কলঙ্কভঞ্জন ?—

(গীত)

প্রমথ। বলেছে খঞ্জন গঞ্জন আঁখি,

কে বল আর বলতে বাকি,—

(আমায়) তুমিই দিতে পার ফাঁকি,

সোহাগী জাননা কি ?

হিল্লোলা। তবে অপমান সয়ে থাকি,

এ কলঙ্ক অঙ্গে মাখি ?

বর। ডিনারে দেব চা কি ?

ঝলসে দিছি দুটো পাখী।

প্রমথ। চোপ বেয়াদব গোস্তাকি ?

বর। না না ওঠাব এসব জিনিসটা কি ?

প্রমথ। হাঁ হাঁ হাঁ—তাই—তাই—তাই—

[বর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বর। Yes Sir thank you, now good bye.

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গারামের অন্তঃপুর।

বড় বৌ ও হিল্লোলা।

বড় বৌ। কে জানে বোন—লোকে তো বলছে শুনতে পাচ্ছো, নিজের চোখেও আশ্চয্যি আশ্চয্যি ভাব দেখতে পাই। ন কর যিনি হাঁসেরডিম দিয়ে না বাঁধলে নিমঝোল প খেতে পারেন না, আজ তিন তিন মাস ঐ রাত্রে যা একটু খা খান, তা ছাড়া আর মাংসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মানুষ । কি ভাই এটা পারতো? আর তুই শুনিসনে—ছেলেবেলা একজন গণক আমার হাত দেখে বলেছিল যে তোমার স্বামী একটী অবতার হবেন। সে যাই হোক, তোর একখানা চিঠি একদিন আগে আমায় লেখা উচিত ছিল, একখানা ঘর টর বেশ ঠিক করে রাখতুম এখন কোথায় বসাই তার ঠিক পাচ্ছিনে।

হিল্লোলা। প্রথম যে আমার কলকেতায় নেবেই বরাবর জাগুলে যাবার কথা ছিল, তারপর সন্ধ্যাবেলা ওই হতভাগা কাগজ খানার সেই পয়ারটা পড়েইতো আমার রাগ হলো, তোদের বাড়ী এসে একটা হেস্ত নেস্ত করে যাব প্রতিজ্ঞা কল্লুম। আমার ঘর টর ঠিক কত্তে হবে না, আমি এখনি আমাদের শিমলের বাড়ীতে যাব, সেইখানে জিনিস পত্রটত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি, থাকবারও বন্দোবস্ত করেছি। এখন মেজদিদি চল—সিদ্ধিমশায়কে

হলে আমার কলঙ্ক রটনার যাতে একটা প্রতিবিধান হয় এখনি করে দাও।

বড়-বৌ। রোস রোস এখন না; এখন গেলে দেখবি অনেকটা সোজা মানুষ, হয়তো তোর কাছে স্বীকারই কর্বেন না।

হিল্লোলা। ইস, আমি 'অবতার টবতার' ভূতটুত সব দেখলেই চিনতে পারি, ওইখান থেকে ওইখান বইতো নয়—অনেকবার গয়ায় গিয়েছি সেখানে ভূতের আড্ডা।

বড়-বৌ। বলিসনে ভাই ভয় করে, এমনিতেই উনি কাছে এলে কেমন গা ছম ছম করে। আচ্ছা হিল্লোল! তুইতো এত বইটই পুঁথি-টুঁথি পড়িস, বল দেখি—মানুষ 'অবতার' হলে বাঁচেতো? আমার যে কপাল,—কেষ্ট হতে হতে বলরাম হয়ে গিয়ে না ফোঁকেন।

হিল্লোলা। ও মেজদিদি সে ভয় নেই, দেখিস—অক্ষয় অমর হবেন; আমাদের পিসিমাদের বাড়ীর কাছে সেই হলা—যে মাঝামাঝি 'অবতার' হয়েছে, তাকেই দেখলুম আগেকার চেয়ে তার এখন দিব্যি শরীর হয়েছে—আর খেতে যে পারে।

বড়-বৌ। তা এঁরাও ভাই; এঁর আশাটা বেশী—হজম কত্তে পাবেন না, কিন্তু ঠাকুরপো যে ভাই মালপো খায়! এই এক আশ্চয্যি দেখ ভাই, প্রাণে একটু প্রেম না হলে কি ভাই মানুষে ঐ চেলেবগুঁড়ির মালপোগুলো দেড় সের দুসেরু খেতে পারে? আর ভাই ভক্তও অনেক জুটেছে, আবার শুনছি নাকি বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ থেকে মুর্শিদাবাদ ঘাটাল আরও কত কত যায়গা থেকে চিঠিতে টেলিগ্রাফে সব ভক্ত হচ্ছে, অনেকে প্রণামীও দিচ্ছে;—কে জানে বোন নিতে আছে কি না? আমি ভাই সেই জন্যে কপালে ঠেকিয়ে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দিই।

হিল্লোলা। প্রণামী নেন?—তবে বেশ।

বড়-বৌ। সবার কাছে নেন না—যার উপর কৃপা করেন; উপযুক্ত প্রণামী হলে তার টাকায় কড়ে আঙ্গুলটী ঠেকান; ঠাকুরপো সব তুলে টুলে রাখেন, তিনি ও সব খবরও রাখেন না।

হিল্লোলা। তবে ভাই চল, আমি কেঁদে কেটে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বো, কৃপা কত্তেই হবে। আমার স্বামী ভাই কাপড়ে চোপড়ে সাহেব—ভিতরে নন; তবে উনিতো অন্তর্য্যামী, আমার অপরাধ কেন নেবেন?

বড়-বৌ। ওরে বল্লুম যে এখন না; আজ সব ভক্তেরা এসেছে এখানে ছানার দালনা দিয়ে মোচ্ছব হবে,—তাহলে আজ নিশ্চয়ই সেই রকম ভর হবে। ওঁরা বলেন ভাব—কিন্তু সেটা ভব; সেই সময় গিয়ে যদি কেঁদে কেটে পড়তে পারিস, তবে কৃপা হতে পাবে, তোর কলঙ্কভঞ্জনের উপায় হয়।

হিল্লোলা।' তা পড়বো ভাই; কখন ভর হবে আমি টের পাব কেমন করে?

বড়-বৌ। চলনা, আমরা বৈঠকখানায় পাশের ঘর থেকে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখবো তখন; যদি তেমন তেমন হয় তোকে টিপে দেব, তুই অমনি গিয়ে পায়ের কাছে পড়বি; আজ শুনেছি আবার কল্কিবিক্কি না কি হবেন!

হিল্লোলা। তবে চ ভাই, এর একটা বিহিত করে তবে আমি শিমলেয় যাব, আর দেরি করিসনে, তোর বাড়ী এসে 'অবতার' কাছে আসছে আসছে মনে করে বুকটার ভিতর কেমন কচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গয়ারামের বাটী।

গয়ারাম, দর্পনারায়ণ ও ছকড়ি।

গয়া। দর্পরে।--উঃ—আহা হা—আবার যে শরীর ধারণ করে ধরায় এলুম, দেহে এত ক্লেশ বহন কল্লুম।

ছকড়ি। নিশ্যি ব্যাগো, আর ফাউল হজম কর্ব্বার পরিশ্রম।

দর্প। আরে চুপ দাও, ছুটো ভক্তির কথা শুনতে দাও, ভক্তেরা আসছে—একটু প্রেমাবেশ আসা চাই।

গয়া। আহা হা হা— দর্পরে। দেখ আমার কম্পন হচ্ছে।

ছকড়ি। কি বড়দাদা কিছু রকম হবে নাকি? পাখা জলটল এনে রাখবো?

দর্প। কি—দশার কথা বলছো? লীলাময় উনি, ওঁর যদি সে ভাবে উপস্থিত হবার বাসনা হয় থাকে, তাহলে পাখা জলে কি কর্ব্বে ছকড়ি? ওঁর প্রেমমাখা নাম ওঁকেই শোনাতে হবে, দেখনি, বৈষ্ণবেরা কীর্ত্তন কত্তে কত্তে যদি দেখে যে কারুর দশা লাগে, তাহলে সেই গানের একটা প্রেম মাখা পদ তার কর্ণের কাছে বার বার গায়, এবং নাম শোনাতে শোনাতে খোল কর তালির ধ্বান করে তাণ্ডব নৃত্য কত্তে থাকে, তবে দশা-পাপ্ত মহাজন চৈতন্যলাভ করেন। যদি কখনো কারুর সেভাব দেখ, 'গয়ারাম' নাম শুনিও, দেখবে কি আশ্চর্য্য ফল! এ তোমার স্মেলিং সল্ট ভিনিগার ফিনিগারের কাজ নয়।

ছকড়ি। ছোট দাদা! আজ একটা জ্ঞানের মত জ্ঞান দিলে বটে, আমাদের গুষ্টিতে কখনো ও রোগ ছিলনা ভাই; সেজ-

গয়া। আহা! এবার এই ছোট ছোট দাঁতকটা নড়ছে, চালভাজা গুঁড়ো করে খেতে হচ্ছে, আর সে ক যুগের কথা!—দন্তে মেদিনী বিদীর্ণ করেছিলুম। কোথায় গেল আমার সে মনোহর বরাহরূপ! (চক্ষু মুদিয়া বিভোরভাবে উপবেশন।)

(ভক্তগণের প্রবেশ)

ভক্তগণ। (জানু পাতিয়া) শ্রীপাঠে প্রণাম! প্রভুর চরণে প্রণাম! ডেপুটী প্রভুর চরণে প্রণাম! দরজ মালা কড়িকাঠ তোমরা কোন মহাজন—কি ভাবে এসেছ, সক চরণে প্রণাম!

১ম ভক্ত। আহা একি দেখি!—প্রভু কি ভা বশে আছেন?

দর্প। চুপ চুপ অনেক তত্ত্ব কথা বেরুচ্ছে, র কথা ব্যক্ত হচ্ছে, আমি নোট করে রাখছি এই সব নিয়ে শ্রী লেখা হবে।

গয়া। ওরে ভক্তগণ এবার আমার কি ধরায় আসা জানিস—কি জন্য ধরায় আসা?

ছকড়ি। একেলা মানুষ কত রকম ভোল বা ত পারে তাই জীবকে দেখাবার জন্য—আর কি?

(গীত)

আহা তুমি বহুরূপী—তুমি বহুরূপী।
(আমি বলি চুপি চুপি বলি চুপি চুপি।)
(আহা জানবেনা শুনবেন, ফুটবেনা কেউ।)
তুমি ভেল্কি দেখালে কল্কি সাজিয়ে,
ম্লেচ্ছ নিধন দোকাঠি বাজায়ে,
কাজ কি কাজিয়ে আখেরে বুঝিয়ে
পটল বলিলে ঝিঙ্গেটী ভাজিয়ে,

ডেক্‌চি মাজিয়ে মালসা বাজিয়ে

তুলিলে নতুন ঢেউ।

(বলি চুপি চুপি বলি চুপি চুপি)

(আহা জানবেনা শুনবেনা ফুটবেনা কেউ ॥

সকলে। বলি চুপি চুপি। (ইত্যাদি)

গয়া। আহা কি করহে? ছকড়ি বেল্লিকপনা করে গান কচ্চে ওতে ধুয়ো ধর কেন? শোন বড় গূঢ় রহস্য, আমি একা আসিনে—দর্প এসেছে, ওঁর গোপনে আসা যাওয়া আছে আর ছকড়ি এসেছে, আহা ওকে সেই মানস-সরোবরে অপ্সরারা আদর করে মধুকণ্ঠ বলে ডাকতো—ওর সেখানকার নাম বাঁটুল বাহন। তারপর এসেছেন আমাদের বড়বৌ, তিনি একজন মহাজন।

ছকড়ি। সেটা কি দাদা বড়বৌদিদির পদাবলীর জোরে বুঝতে পেরেছেন? উনি যদি মহাজন হন তাহলে আপনিতো খাতক; বুঝেছি, মহাজনের পদাবলীর তাড়া না পেলে খাতকের কি সাড় হয়।

গয়া। ছকড়ে—মধুকণ্ঠ! বিদ্রূপ নয়রে বিদ্রূপ নয়; আমি খাতকইতো বটি! ছকড়ি ধরনাহে—

(সুরে)

বটি বটি বটি খাতকইতো বটি।

(ঐ জন-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন

মহাজনের খাতকইতো বটি)

ছকড়ি ধরনাহে, এ পদাবলীটী প্রেমভাবে রচনা ক'রেছিলুম তোমারতো জানা আছে।

ছকড়ি। দাদা! তোমার প্রেম ভাবটা আর আমার জানা নেই? তবে আমার গলায় এখন ভাবটা আসছে না, একটু জমে আসুক না, একটু তত্ত্ব কথা চলুক।

গয়া। কি বলছিলুম স্মরণও হয় না; ওরে আমি জীবাধম!—তুলাদপি লঘু! ভক্তগণ তোমরা আমায় কৃপা কর, আমার নাগরকে এনে দাও, এই যমুনা রাত্রে জ্যোৎস্না জলে বাঁশরীতলে আমি সেই মধুর কদম্ব বাজনা শুনেছি; আর যে থাকতে পারিনে। এই দেখ কালভুজঙ্গিনী বেণী ফুলে ফোঁস ফোঁস কচ্ছে; আহা-হা মরি মরি সেই লীলাচলে দেখা হয়েছিল, আমায় দুটী বেগুন দিলে, তার আগে একদিন কৈলাসে বসে গুরু—ভাই শিব আমি মেনকা গণেশ-মণ্ডল ম্লোচন ময়রা একত্রে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজনে বসেছি।

ছকড়ি। কেন সেদিন কি মার বাপের শ্রাদ্ধ?

গয়া। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

ছকড়ি। আর চাঁদা বেটা নন্দী সেজে পাতে গরম গরম খিচুড়ী আর নোনা ইলিসমাছ ভাজা দিয়ে গেল।

গয়া। ছকড়ি! খিচুড়ী আর নোনা ইলিসমাছ হজম কর্ব্বার অগ্নি থাকলে কি আর অবতার হয়েছি? শিব অবশ্য হবিষ্যি কল্লেন, আর আর সকলে লুচি খেলে পাঁঠাও খেলে; আমি তখন লাল গুঁড়ো খাই; বিজয়া একটু বার্লি করে দিয়েছেন—মেলিন্‌স্ ফুডের সঙ্গে দুএক চামচে মুখে দিচ্ছি, এমন সময়—

ভক্তগণ। আহা আহা মরি মরি! প্রভু আমার কত কষ্ট সহ্য করেছেন—বার্লি খাচ্ছেন।

(গীত)

যে বদনে—আহা যে বদনে সাজিত ভেঁপু।
সে বদন—চাঁদবদনরে! দেয় বালির বাটীতে ফুঁ॥
(যে ব'নে যে বদন)—
যে বদন করে আস্বাদন, যুবা-বাবুজন রসনা-রঞ্জন,
চানা-চর্ব্বণ-পটু মেষের মটন,
একি অঘটন, তার কিসের অনাটন ;—
মন বুঝতে নারলি, খান সুজি কি বালি
মোদের গয়ারাম প্রভু!
(মোদের গয়ারাম—প্রভু গয়ারাম—মোদের গয়ারাম।)

গয়া। শ্রীদাম শ্রীদাম। ঐ যায় ঐ যায়, ধর ধর। (ভাবাবেশ হওন)।

ভক্তগণ। কি কি—একি হলো!

দর্প। হয়েছে হয়েছে—ভাব হয়েছে, পায়ের ধুলো নাও।

ভক্তগণ। রাধে রাধে—

দর্প। আর ও নাম নয় ও নাম নয়—একেবারে খুলে বল, প্রভুর আসল নাম 'গয়ারাম' বল ; কেষ্টতো দ্বাপরের কথা ; কেষ্ট কেষ্ট এখন সব লোপ পেয়েছে, এই বেদ বেদান্ত শুনেছ? সেই বেদের আগে ব্রহ্মার প্রপিতামহের রচিত যে ক্লেদ গ্রন্থ আছে তাতে যে 'গয়ারাম' প্রভুর উল্লেখ আছে, সেই 'গয়ারাম' দেহধারণ করে এসেছেন।

দর্প। গয়ারাম বোল—গয়ারাম বোল! আর পায়ের ধুলো নাও।

ভক্তগণ। গয়ারাম গয়ারাম বোল! গয়ারাম গয়ারাম বোল
(সকলের পদতলে পতন।)

দর্প। বেচারাম দাঁড়িয়ে রইলে যে?—তুমি পায়ের ধুলো নিলে না?

বেচা। আজ্ঞে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে ও কাজটা করি আর কেমন করে?

দর্প। আরে কি মিছে বামনাই ফামনাই ফলাও? এই আমাদের ঘোষাল তিনু চক্রবর্ত্তী এমনি সবাই সহজেই বড়্‌দার পায়ের ধুলো নিয়েছে, আর এখনতো উনি বৈকুণ্ঠের ভাবে আছেন।

বেচা। আজ্ঞে তাদের ভেতর অনেকেই আপনাদের চাকরী করে, অন্যত্র ভর্ত্তি হবার মতন বিদ্যা সাধ্যি নেই, কাজেই—

দর্প। আরে রেখে দাও রেখে দাও, তোমার মত বামনাই ঢের দেখেছি; যিনি আসবার তিনি এসেছেন, 'গয়ারাম'রূপে সামনে দেখেও ভ্রান্তি ঘুচছে না?—আর দক্ষিণেশ্বর অবধি ছুটে গিয়ে সেই 'রামকৃষ্ণটা'র পায়ে পড়ে থাকতে; পূজুরী বামুন আবার পরমহংস কবলাতো।

বেচা। আজ্ঞে তিনি কখনও কিছু কবলাননি।

দর্প। তাইতে তোমরা একেবারে ভগবান ক'রে তুলেছো? আর বড়দা নিজ মুখে বলছেন, আমি বলছি যে উনিই—তিনি জীবোদ্ধার কত্তে এসেছেন, এতেও তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছেনা? তোমার সেই 'রামকৃষ্ণ' ইংরেজী জানতো যে তাকে ঈশ্বর বল, কখনও নিজের মুখে সে একথা বলতে পেরেছে?

বেচা। আজ্ঞে যিনি সত্যি রাজা, তিনি কি আর নিজের মুখে ফুকরে বেড়ান—যে আমি রাজা! যে রাজা চেনে সে ললাটের

টিকা দেখলেই বুঝতে পারে; কৌপীনেও রাজার রাজশ্রী ঢাকা পড়েনা। মহাশয়! এখানে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন হয় মনে করে, সুপবিত্র ভগবৎ-কথা আলাপন হয় বিশ্বাসে এ অধম আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু এখন দেখছি—আপনারা একটা অবতার হয়ে দল পাকাবার চেষ্টায় আছেন; পরমহংসদেবকে ঈশ্বর বলে বুঝতে পারুন নাই পারুন, তিনি যে অদ্বিতীয় পুরুষ সাধুত্তম ছিলেন সেতো আর কারুর অগোচর নাই। যেখানে সাধু নিন্দা হয় সেখানে আমার মত অধমের থাকা কর্ত্তব্য নয়।

দর্প। আচ্ছা রসো ষ্টুপিড।

গয়া। (সরোদনে) আহা-হা আমি মাখন খাব মাখন খাব।

ছকড়ি। এখনও উইলসন হোটেল থেকে লোক ফেরেনি, সে রুটীর সঙ্গে বিকেলে হবে। ছোটদা! বুঝেছি সেই ভাব হয়েছে,—প্রেম! এতো বড়বৌ মহাজনের নামে যে পদাবলাটী হয়েছে, সেটা না গাইলে দাদা স্বভাবে আসবেন না? ধরহে ধর সব—

(গীত)

বটি বটি বটি খাতকতো বটি, ওই মহাজনের খাতকতো বটি।
ওই জন-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন—
ভব-ভয়-ভঞ্জন মহাজনের খাতকতো বটি॥
ওই মন উচাটন, রোজ অনাটন,
মানে টন টন মহাজনের খাতকতো বটি।
দিই ওই চরণে গুঁজরি পাঁজর, নিজের ভাগ্যে উল্টো চটী॥
ধারে কিনে ঢাকাই শাটী, বেড়ি ধনীর কঠোর কটি,
লজ্জা রাখি আপনি পরি পাঁচপো ধটী।

এ সংসার নাট্যশালা, ওই মহাজন করেন আল্লা,

আমার খালি পর্দ্দা তোলা ;

প্রিয়া নাটের টেক্কা নটী।

ছক্কা পঞ্জা নওলা দওলা টেক্কা নটী ॥

(গয়ারাম কণ্ঠে বংশীরব করিতে করিতে বঙ্কিমভাব ধারণ।)

ছকড়ি। ওকি ও ! বড়দা বেঁক্‌ছে চুরছে, ওই হাতে টাঁস ধল্লো, আড়ষ্ট হলো ! একি বড়দা কেষ্ণ হলো—না কেষ্ণ পেলে ?

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল। (পদতলে পতন।)

গয়া। (ভাবভঙ্গীতে) অনন্তরূপ আমার !—অনন্তলীলা !

(এবার এক সঙ্গে ধনুর্ব্বাণধারী রাম বিষ্ণু ইত্যাদি ভঙ্গীধারণ।)

ছকড়ি। এই দেখগো বড় দাদা কত রকম কি কচ্ছে—রং বদলাচ্ছে ; আমি জানতুম আঁতুড়েই পেঁচোয় পায়।

গয়া। (শ্যামাভাবে) মাভৈ মাভৈ ! পদ্মা একবার খড়িখানা পেতে দেখদেখি, কোন ভক্ত আমায় স্মরণ কচ্ছে ?

ছকড়ি। ছোটদা ! ভারি সুবিধে ভারি সুবিধে ; এই বেলা একটা পাটা কেটে নেওয়া যাক, মালপোর সঙ্গে দেখিস চলতে পারবে। (নাড়ুগোপাল ভাবে গয়ারামের উপবেশন।)

ছকড়ি। এই বার বড়দা নাড়ুগোপাল হয়েছে—পাঠশালের ভাব মনে পড়েছে।

(বেগে হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। রক্ষে করুন সিঙ্গিমশায় ! আমার কলঙ্কিনী নাম রটেছে, এই আপনার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লুম।

ছকড়ি। দশা হয়েছে দশা হয়েছে, ধুয়ো ধর ধুয়ো ধর।

ভক্তগণ। (হিল্লোলাকে ঘেরিয়া) প্রিয়া নাটের টেক্কা নটী, প্রিয়া নাটের টেক্কা নটী।

হিল্লোলা। ছি ছি এখানেও অপমান! মহিলার অপমান!

ছকড়ি। চৈতন্য হচ্ছে চৈতন্য হচ্ছে—গাও গাও 'টেক্কা নটী ছক্কা পঞ্জা টেক্কা নটী।'

ভক্তগণ। ছক্কা পঞ্জা টেক্কা নটী
নওলা দওলা টেক্কা নটী।

(ত্রস্তভাবে বড় বৌয়ের প্রবেশ)

বড়-বৌ। হ্যাঁগা তোমরা ক্ষেপেছো নাকি? ও সব কি কচ্ছো? হিল্লোলা ওর শ্বশুরবাড়ীর গুরুর কাছে মন্তর নিয়েছে, আগে ওর উপদেশ হোক—তবেতো গান গাইলে মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে।

হিল্লোলা। মেজদি! তোমার স্বামীকে বল আমায় কৃপা করুন, আমার কলঙ্কভঞ্জন করে দিন, নইলে এ প্রাণ আর রাখবোনা। আমি ওঁর কাছে যোড়া মোষ মেনেছি, ২০০৲ টাকা খরচ করে আটকে বেঁধে দিব, বাবুকে বলে ২০০০৲ টাকায় ওঁর অতিথি-শালা করে দিব।

বড়-বৌ। কর্ব্বেন বইকি কর্ব্বেন বইকি, কত লোক সপাঁচ আনা করে দিয়ে পায়ের ধূলো বুলিয়ে পিলে ভাল করে নিচ্ছে, আর তুই আপনার শালি—তোর কলঙ্কটা আর যাবে না?

দর্প। ভক্তি তেঁতুল খরিদ কর—ভক্তি তেঁতুল খরিদ কর—পায়ের গোবর কিনে কলঙ্কের উপর রগড়াও, সব উঠে যাবে।

গয়া। হবে হবে—বাঞ্ছাপূর্ণ হবে, আমি কল্প-বাঞ্ছারাম! শ্রীকৃষ্ণ আপনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শ্রীমতীর কলঙ্কমোচন করেছিলেন; এ অব-

তারে ব্যাধিগ্রস্ত হবে কে? আমার যথেষ্ট আছে—এর উপর আর কি হবে; ও মধুমঞ্জরী! কি হবে বলনা?

গুরোঘোষ। এবার ও ব্যাধিটে আয়ানের উপর বরাত দিন না।

ছকড়ি। দাদা ও পরামর্শ শুননা; ইংরেজের মুল্লুক—তুমি অবতারই হও আর যাই হও, কারুকে কিছু খাইয়ে দিলে পাহারাওয়ালার সঙ্গে খাতাবাড়ী আর ঘর কত্তে হবে।

গুরোঘোষ। সত্য ব্যাধি কত্তে হবে কেন? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে আত্মপ্রশংসা দ্বারা প্রাণত্যাগের কাজটা করিয়েছিলেন, আমাদের সেইরূপ একটা অনুরূপ ব্যাধি ঠাউরে নেওয়া যাক না।

দর্প। বলছেন বটে গুরোঘোষ, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্যাধির অনুরূপ কি কি আছে?

১ম ভক্ত। ব্যাধির অনুরূপ?—ধরুন—অর্থ পিপাসা।

দর্প। সর্দ্দির জ্বর—ঘর কত্তে ঘর আছেই।

২য় ভক্ত। স্বার্থপরতা?

দর্প। মাথাব্যথা।

৩য় ভক্ত। বিলাস বৃদ্ধি?

দর্প। পেটের পীড়ার মধ্যে।

৪র্থ ভক্ত। নূতন রকমের প্রণয়?

দর্প। হুঁ উঁ, কিন্তু বড় জোর প্লুরিসি কি নিউমোনিয়া।

৫ম ভক্ত। নাম কেনবার জন্য ক্ষেপে ওঠা?

দর্প। ঘোর বিকার—এই মাত্র। মহাব্যাধি চাই মহাব্যাধি চাই।

ছকড়ি। তবে আমি বলি শোন, এই মোকদ্দামায় জড়িয়ে পড়া।

দর্প। ঠিক ঠিক—বর্ত্তমান যুগে মোকদ্দামাই মহাব্যাধি স্বরূপ।

ভক্তগণ। মোকদ্দামা মহাব্যাধি মোকদ্দামা মহাব্যাধি—
গয়ারাম বোল, গয়ারাম বোল।

গয়া। এখন প্রমথভায়াকে এই লীলায় একটা মোকদ্দামায় জড়িয়ে ফেলতে পাল্লেই তাঁকে মহাব্যাধিগ্রস্ত করা হবে; আমি স্বয়ং বৈদ্য সেজে (সুরে) "ধনি আমি কেবল নিদানে।" ছকড়ি ধরনা।

ছকড়ি।— (গীত)

ধনি আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার,
বিশেষ গুণ সে জানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কব অধিক,
আমারি এ সৃষ্টি প্রেমে পলিটিক,
হরি মন আমি হরিবারে ধন ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারিদিকে টাকা আয়োজন হয়,
এসে পড়ে সব আমারি আলয়,
নগদ মূল্যে মন মম প্রেম-ডোরে টানে॥

গয়া। লীলাময়ী! আশ্বস্তা হও, (সুরে) "বাই ধৈর্য্যং—বহু ধৈর্য্যং—পতি আগচ্ছং মমালয়ে।" তাহলেই তাঁর ব্যাধি আর তোমার কলঙ্ক ভঞ্জন। তোমার পতিকে সহস্র ছিদ্র থলি রজত খণ্ডে পূর্ণ করে আনতে বলবো; তারপর সেই থলি দুদিকে দুজন

দূতীর কোঁচড়ে আর আদালত-কুঞ্জের প্যায়দার পায়ে ঢেলে দিলেই সকলে বুঝতে পারবে—তোমার মান বজায় রয়েছে; আর যদি বস্ত্রহরণ পর্য্যস্ত কত্তে চাও, তাহলে সেই শূন্য প'রে তোমার স্বামী কলকেতা ত্যাগ কত্তে পারবেন। কিন্তু শ্যালিকে! তোমার মেজদিদি—শ্রীমুরারি গুপ্তের মুখে শুনলুম যে তুমি একজন মহাজন, বাল্যাবধি প্রেম-ভক্তিময়ী; তুমিও আপনার কুঞ্জে একটু লীলা অভ্যাস করো, একটু ব্রজের ভাব প্রাণে এনো। আহা হা হা দেখ দেখ ভক্তগণ! লীলাময়ী শ্যালিকার বদনে যেন মান-ভঞ্জন মাখান রয়েছে; আহা তুমি যদি নিজের সেবা-কুঞ্জে বসে একবার মধুরমান-ভঞ্জন-লীলায় প্রবৃত্ত হও, তাহলে বড় শোভা হয়।

বড়-বৌ। হাঁ করগে না হিলিকে নিয়ে মানভঞ্জন! সে প্রমথ চৌধুরী পিস্তল নিয়ে বেড়ায়—লীলা ছরকুটে দেবে; তখন যদুবংশ থাবে কি?

গয়া। আহা আমি কেন? যখন ব্যাদিটে আয়ানের উপর চাপালেম, তখন পায়ে ধরাটাও না হয় তাঁরি উপর বরাত দেওয়া যাবে; তারে খবর দিলে প্রমথবাবুকে আসতে। তাঁর সঙ্গে পরকীয় রূপে মান-ভঞ্জন লীলাটী করো। তবে শ্রীমতী মধুমঞ্জরী তুমিই আমার এই শ্রীলীলায় প্রধানা সহায় হবে।

[হিমোলা ও বড়বৌয়ের প্রস্থান।

গুরোঘোষ। আমরা জীবাধম! কিছুই জানিনে কিছুই শিখিনে, কেবল ঐ নামই ভরসা।

দপ। ভ্রান্তি! ভ্রান্তিরে গুরোঘোষ,—মধুমঞ্জরী! নামের মহিমা সে বার নবদ্বীপে প্রচার করা গেছে, এবার আমাদের আবির্ভাব নামের জন্য নয়—দামের মহিমা প্রচার কত্তে; নাম এখন খুব

সস্তা; ভক্তিপ্রেমের প্রয়োজন নাই নগদ দিলেই পাওয়া যায়। শ্রীগয়ারাম এই দাম নিতেই ধরাধামে এসেছেন।

দর্প। ওরে চল চল, বৈরাগ্য নিয়ে নাকে রসকলি কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি ধরে দ্বারে দ্বারে যাই—দাম মহিমা গাই; মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বলি—কলির জীব আয়রে। দে দাম দে দাম।

ভক্তগণ। দে দাম—দে দাম! গয়ারাম বোল—গয়ারাম বোল!

(গীত)

অপার দেখ দামের মহিমা।
দামে নাম কেনা হয়, মান জোড়া যায়,
ঘোচে কলঙ্কের কালিমা॥
দামে আপন হয়রে পর, দামে মেলে মেয়ের বর,
আব পুণ্যের মত পুণ্য কেনো, দামে মিত্র লাভের নাই সীমা।
করে দাম কসা মাজা, কত মহাজন হয় যে রাজা,
দিলে প্রচুব ল্যাজ বাহাদুর—
নয় বহু দূব—এমনি দামের গরিমা।
ভদ্র সাজ কিনে দামে, বেড়িয়ে বেড়াও বাঁকা ঠামে;
পেলে দাম গয়ারাম মৃগধামে পাঠান দিদি মা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্যামবাজারের মোড়।

(ছকড়ি ও বয়ের প্রবেশ)

ছকড়ি। তবে লোকটা ভাল—অ্যাঁ?

বয়। হ্যাঁ খুব ভাল, দিলদরিয়া মেজাজ, বাবুতো বাবুই বটে;—আর বহুজীর কথা বলবো কি—অমন মানুষ দেখিনে; লোকজনকে কখনও বকতে জানেন না, জিনিস পত্র হারাল—একবার একটু বকাবকি কল্লেন—পাওয়া গেলনা, বস্—আর কথা নেই। সাহেব আমার কত চেষ্টা করেও বহুকে রাগাতে পারেন না।

ছকড়ি। তবে মা লক্ষ্মী থামোকা এমন ক্ষেপে উঠলেন কেন?

বয়। একটা সাধু-সাজা বদমায়েস এই গোলযোগ বাধিয়েছে। বাবুকে বলে কয়ে অনেক টাকা খরচ করিয়ে গঙ্গার কিনারায় একটা মন্দির তোয়েরি করেছেন; গর্ম্মির দিনে ঠাকুরের মাথার উপর সিল্কের টানা পাথা চলে, আর চারিদিকে খসের টাট্ লাগায়, আর রোজ পঁচিশ ত্রিশজন কাঙ্গালী ফকীর খেতে পায়।

ছকড়ি। বাঃ এতো খুব ভাল, তবেতো এ বেচারির লোক-সানটা দেখা উচিত নয়।

বয়। না ছকড়িবাবু, সেই ক্লব থেকে জানি তোমার খুব মেজাজ খাসা, ফিকিরও অনেক আসে। এ কলকেতার হুজুগ-বাজদের হাত থেকে আমার বহুজীটাকে বাচিয়ে দাও।

ছকড়ি। মাম্লা ফামলায় নাবলে বিস্তর টাকা বেরিয়ে যাবে।

বয়। টাকার জন্যে তত আসে যায় না, আমার সাহেব মাসে তিন হাজার টাকার উপর রোজগার করেন; আমার ভয় হচ্ছে—পাছে এই গোলমালে বহুজীতে সাহেবেতে একটা বেবনাবনি হয়। আহা দুটীতে কেমন ভাবগো! হেসে গেয়ে খেলে বেশ সুখে থাকে। সেই চৌরঙ্গীর থিয়েটারে সাহেব মেমে যেমন খেলা দেখেছি আমাদের সাহেবের ঘরেও ঠিক তেমনিটী হয়।

ছকড়ি। দেখ গোপলা, হয়তো আমায় কিছুই কত্তে হবে না, বিধাতা আপনিই গয়ারামের ভুর ভেঙ্গে দেবেন। শুনছি ওঁদের একটা কে বুড়ো জ্ঞাতি কলকেতায় এসেছে, সে লোকটা ভারি ধড়িবাজ, মোক্তারী করে। গয়ারামদার এই সব অদ্ভুত কাণ্ড শুনে সে একটা কি মতলব ঠাউরেছে, যে পাগল প্রুভ্ করে ওঁদের হাত থেকে সরকারী দেবত্তর বিষয়টা বের করে নেবে; ডাক্তারের সাক্ষী টাক্ষীও না কি যোগাড় করেছে।

বয়। সেতো ওঁরা জব্দ হবে, তাতে আমার বহুজীর কি?

ছকড়ি। হ্যাঁরে গোপলা! তুই ছোঁড়া মগের ছেলে, সাহেবের কাছে চাকরি কত্তিস—এত চালাক, এটা বুঝতে পাচ্ছিসনে? ওঁদের কোন রকম একটা নাকাল দেখতে পেলেই প্রমথবাবুর পরিবারের চোখ ফুটে যাবে; আর 'অবতার টবতার' বলে বিশ্বাস থাকবে না; আর যদি সেই পাড়াগেঁয়ে সিঙ্গি যোগাড় করে পাগলখানায় পূরতে পারে, তাহলে একটা তামাসাও মন্দ হবে না; এই বাঙ্গালা মুলুকের আমরা সকল পাগল যদি ধরা পড়ি, তাহলে একলাখ দলন্দায়ও আমাদের যায়গা হবে না। কিন্তু তাহলে গোপলা আমার একটু মুস্কিল হবে, এই অবতারী হুজুগে খাওয়া দাওয়াটা খুব চলেছে ভাল।

বয়। আপনার খাবার ভাবনা কি? আমার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে দিব, দেখবেন জজ সাহেবের টেবিলেও অমন খানা যায় না।

ছকড়ি। আলাপ নেহাত কত্তে হবে না, প্রমথবাবুর সঙ্গে কলেজে আমার জানা শুনা ছিল, তবে এখন বড়লোক হয়েছেন, ঢের টাকা, চিনতে পারেন কি না?—

বয়। (জিব কাটিয়া) ছি ছি এমন কথা বলোনা ছকড়িবাবু; চৌধুরী সাহেবের মেজাজ বড় নরম, তাতে ঠিক বাঙ্গালীবাবুই আছেন; ভারি চক্ষুলজ্জা—সেই জন্যে কত লোকে কত ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায়। তা বাবু তুমি শীঘ্র একটা ফিকির কর, আমার বহুজীকে নিয়ে মিঠাপুর চলে যাই। এখন আমি তবে চল্লুম গাড়ী আসবার সময় হলো, সাহেব এখনি এসে পৌছুবেন। আজ আবার বহুজী বাবু এলে তাঁকে নিয়ে একটা রং কর্ব্বেন; এখানে আলাপি মেঁয়ের দল জুটেছে—কৃষ্ণযাত্রা করে মানভঞ্জন হবে।

ছকড়ি। তা তার জন্তে তোর তাড়াতাড়ি কেন? তুইতো আর সং সাজবিনে?

বয়। কি জানি—সেই ঢাকার কালেক্টর বকেট্ সাহেবের মত আমার সাহেবও যদি ক্ষেপে হনু টনু চান, তোয়েরী থাকা ভাল।

ছকড়ি। কেষ্ণযাত্রায় হনুমান কিরে?

বয়। সে জানেন না বাবু? সেই সাহেবের কাছে আমার মামা যখন চাকরি কত্তো, তখন সাহেব একবার শফরে গিয়ে রাম যাত্রা দেখে আসে; সদরে ফিরেই পেশকার মুকুন্দবাবুকে হুকুম দিলে যে 'যাত্রা লেওয়াও', মুকুন্দবাবু এক দল ভাল কেষ্ণ যাত্রা আনিয়ে দিলে। সাহেব খানিক শুনে বল্লে "এ কেয়া? হনু

কাঁহা ?” বাবু বুঝিয়ে দিলে “এ কেষ্ণযাত্রা—হনু নেই।” সাহেব বল্লে “কেয়া ?—হাম দেখা যাত্রামে হনু হ্যায়, আর তোম বোলতা হনু নেই। হামারা হুকুম—হনু লেওয়াও।” তখন অধিকারীকে বুঝিয়ে একজনকে হনুমান সাজিয়ে বের কল্লে; সে লাফাতে লাগলো, আর সাহেব তখন হেসে গড়াগড়ি; ঝড়াঝ্ঝড় টাকা পেলা দিতে আরম্ভ কল্লে, ফের হুকুম দিলে 'ফিন্ হনু বোলাও', অধিকারীও ভাবগতিক বুঝে—দুটো থেকে চারটে ছটা দশটা, শেষ নিজে আর দলশুদ্ধ হনুমান সেজে আসরে হুপ হুপ করে লাফাতে আরম্ভ কল্লে; সাহেব নাচে, নোট পেলা দেয়, আর বলে 'আউর লেওয়াও, আউর হনু লেওয়াও'; কলকেতা থেকে একবার ষ্টার থিয়েটারের দল গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভিতর ম্যানেজার আর তার এক ইয়ার—এই দুটো বই হনুমান ছিল না বলে সাহেব চটে গেল, পেলা টেলা কিছুই দিলে না।

ছকড়ি। বেড়ে সাহেবতো! সে এখন কোথায় বদলী হয়ে আছে জানতে পাল্লে আমি গয়ারাম দাদার দল নিয়ে গিয়ে কিছু রোজকার করে আনতে পারি।

(শিব স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে হলাহলানন্দের প্রবেশ)

হলা। (স্তোত্রপাঠ)

“অম্ভোধর শ্যামল কুণ্ডলায়, বিভূতি ভূষাঙ্গ জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেক পিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥”

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ গঙ্গাজল ঢেলে গঙ্গা পূজা কচ্ছি! কে কার স্তব করে, আবার রচনাও নিজের। কিন্তু এক আশ্চর্য্য দেখছি—এবারে আর পূর্ব্ব জন্মের মতন সংস্কৃত স্তব রচনা কত্তে পাচ্ছিনে; সম্ভবতঃ এটা ইংরেজি বিদ্যাটা বেশি নিয়ে এসেছি বলে।

বয়। (জনান্তিকে) ও ছকড়িবাবু! ওই সে—সেই

ছকড়ি। কে রে?

বয়। জুজুজী, ওই গো সেই বহুরূপী সাধু। ওই শালা ব্যাখ্যানা করে বহুজীকে গোড়ায় রাগিয়ে দিয়েছে।

হলা। কস্তুং?

বয়। সেই আমি পাটনার চেনা শুনা মস্তম, লাফিবে ছিলে ছুঁয়ে হস্তম, এখানে মতলব কার বাড়ী উস্তম খুস্তম?

হলা। Do you speak english Babu?

ছকড়ি। Yes, and can punish insolence quite in an english fashion too.

হলা। Then I give you absolution. আমি কে—আপনি জানেন?

ছকড়ি। গয়ারাম দাদার সাক্ষাৎ মাসতুতো ভাই—তোমায় আর চিনি নে? কিন্তু কর্ত্তা ও সব এখানে খাটছে না, এখানে আমরা আগে থেকেই আসর জমিয়ে নিয়েছি, আমি সেই নবদ্বীপের নাপতে।

হলা। গয়ারাম!—সেতো যোচ্চোর imposte.

ছকড়ি। আর তুমিই যে প্ল্যাকার্ড পোষ্টার তা বুঝবো কেমন করে? তুমি যে রং বেরংএর মোড়কে অঙ্গ আবরণ করেছো, তাতে ভিতরে যে আসল মাল আছে, তাতো বোধ হচ্ছে না, সিঁদুরে আমগুলো প্রায় টক হয়, যে কাপড়ের পাড়ের বাহার বেশি তার জমী তত ভাল হয় না।

বয়। আর বাবু যে সাবানে খোসবো ভর ভর করে—সেগুলো ভাগাড়ের চর্ব্বিতে তোয়েরি; বকেট্ সাহেব বলতো শুনেছি।

হলা। 'সাধকস্ত হিতার্থায়'—বুঝলে কি না?

বম। ছকড়িবাবু! কর্ত্তাটি যা খেতে পারে তোমায় বলবো কি! হাঁ মাণিকপীরজী, এতক্ষণ চুপ করে রয়েছো যে? কিছু খাচ্ছনা?

হলা। আমার অমূল্য প্রাণধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; লোককে সদ্ব্যয়ের প্রবৃত্তি দেবার জন্যই আমার ধরায় আসা। আর সেই জন্যই সকলের নিকট চাঁদা নিয়ে আমি একটী হলাহল কানন প্রস্তুত কর্ব্বো; যেথানে অলিগণ বিনামূল্যে পুষ্পে পুষ্পে মধুপান কর্ব্বে।

ছকড়ি। ব্যাংগণ উপহাররূপে সাপের বদনে ভ্যালুপেবলে প্রবেশ কর্ব্বে; তা মশায়, এ জগতের হিত ক্রমে যে ব্যবসায় দাঁড়াল? লোকের উপর উৎপাতটা কিছু বেশি হচ্ছে না?

হলা। ব্যবসায়তো দাঁড়াবে। ধর্ম্মটা relative অর্থাৎ কুটুম্বিতা নয়; speculation—কি না ব্যবসামূলক দাঁওকারক। Rathe-এর মত ছিল বটে ধর্ম্মকে relative বলে, কিন্তু একটা concrete basis থেকে start ক'রে Von Hoffman কেমন তা খণ্ডন করে দিয়ে গেছেন। তারপর Kant, Hamilton, Mansel, Spencer এঁরা সকলেই ধর্ম্মকে শুধু speculation নয়, much speculation অর্থাৎ বেশি বেশি চাঁদা-আদায়ক উপযুক্ত বলে Hoffmanএর theisis support করে গেছেন। যুগে যুগে আমি এঁদের ভিতর শক্তি সঞ্চার করে আসছি কি না।

ছকড়ি। তা দেখুন, আপাততঃ মিউনিসিপাল রাস্তার উপর একটু শক্তি সঞ্চার করুন না; এই উত্তর মুখ ধরে বরাবর খাল-ধার অবধি চলে যান, তবু হিমালয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে থাকবেন।

হলা। I say, how does your cash-balance stands at the Bank ?

ছকড়ি। Did'nt I say, that I can punish insolence quite in an—

হলা। থাক থাক বুঝেছি বুঝেছি, I merely ask, because I happened to have the subscription-book by me হ্যারে বয়! তোরা কোথা বাসা নিয়েছিস্? চৌধুরী সাহেবের পরিবার কোথায়?

বয়। (স্বগত) শিমলের ঠিকানা বলে দিলে এখনি গিয়ে উৎপাত কর্ব্বে, আগুন আরও জ্বালাবে। (প্রকাশ্যে) ওঃ বাসার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন? এই বরাবর দক্ষিণ মুখে চলে যান; আহিরীটোলার ভিতর দিয়ে খালধার হয়ে হ্যারিসন রোডে পৌঁছু-বেন, সেখান থেকে মুচিপাড়ার থানা বাঁ দিকে রেখে জিগ্‌জ্যাগ্ লেনে ঢুকবেন; তারপর বাবুখানসামার লেন, ক্রীক্ রো, রাজা উডমন্ত্র ষ্ট্রীট হয়ে তুলোপটীর চৌমাথায় এসে,—ওই যা—ওইখানটায় আমি হারিয়ে গেছলুম; আর বাসা খুঁজে পেলুম না সাইজী।

হলা। ওরে নারা-মুখী অর্দ্ধ-মন্দ! ত্বং কামিনী কামিনী কামিনী! নচেৎ এত বক্রগামিনী? আচ্ছা, আমি যোগচক্ষে খুঁজে নেব।

[প্রস্থান।

ছকড়ি। খুব মজায় আছে মোদ্দাৎ, কাজও নেই দায়ীত্বও নেই, দুনিয়ায় এসে বেশ মজাদারী করে নিলে।

বয়। হ্যাঁ ছকড়িবাবু! তুমি ক্লবে যে গানটা হামেসা গাইতে, সেই "দুনিয়া হতো কত মজাদার" সেটা আমি শিখে নিয়েছি; একবার গাওনা বাবু, ভাল করে দোরস্ত করে নিই।

ছুঁকড়ি। ওহো-হো হো তোর সেটা এখনো মনে আছে? আচ্ছা আয় গাই।

উভয়ে।— (গীত)

তবে দুনিয়া হতো কত মজাদার।
রহিত না কারুর কিছু দুঃখ আর॥
যদি না থাকিত পাঠশালা,
গুরুমশাই হতো কানা আর কালা,
থাকিত বাবা খাবার দেবার—
নয় মেরে ধরে স্কুলেতে পাঠাবার॥
যদি না থাকিত রে ভাই দোয়াত কলম,
এ, বি, সি, আই, ভলম্ ভলম্,—
এরিথমেটীক্ তিরোহিত, জিয়োমেট্রি না জন্ম নিত,
পাঠিয়ে দিত অ্যাল্‌জ্যাব্‌রারে সাত সাগরের পার॥
তেরতে যৌবনের ছাপ, থাকবে বিষয় মরবে বাপ,
যেথায় সেথায় মিলবে ধার—
মরবে বেওয়ারিস্ পাওনাদার॥
থাকবে আফিসেতে চাকরি বজায়,
কাজ আপনি চলবে কলে মজায়,
মাইনে মাসে দশটী হাজার;—
কিন্তু রবিবারটী রোজ, আর এবেলা ওবেলা মাসকাবার॥
রূপসী প্রেয়সী আছে, রাঁধে বাড়ে গায় নাচে,

বিবাহটী একটী দিন ;—
তারপর ফুলশয্যা বছর হাজার ॥
যদি কত্তো না সে গজর গজর,
আমার কাজে দিত না নজর,
শুন্‌তো কথা দিত না জবাব, দেখতো না সে হিসাবের বার,
গহনা গড়ালে গর্জ্জে উঠতো—
কত্তো রোজ সোমবার ॥
রোজ ভূমিষ্ঠ হতো ছেলে,
পাশটী করে বিয়ে এলে ;
বহু বিবাহ উঠতো জেঁকে, লগ্ন রোজ সন্ধ্যা থেকে,
আর পাওনা গণ্ডা চুকে গেলেই—
শুভ কাজের হতো সার ॥
হতো ভারি ব্যামো কষ্ট ছাড়া, কথাটা পাড়ায় তোলা পাড়া
ঔষধ ব্রাণ্ডি পথ্য পাঁঠা ;
সাহেব ডাক্তার দুবেলা আসতো—
ফি টী কিন্তু নিত না তার ॥
যদি বিদ্যা হতো পড়া বই, আপনি কলম লিখতো বই,
ছাপা হইত বিনা মূল্যে,—
গবর্ণমেন্ট কিনিত পড়ে থাকিত যত যার ॥
যদি দাঁড়ালে লেকচার বেরুতো মুখে,
হতো দেশ-উদ্ধার চুরুট ফুঁকে,
গীতা কিনিলেই অষ্টসিদ্ধি,—

আর পরের পয়সায় বিলাত গিয়ে
লেক্‌চারে দেশ ছারেখার ॥
টাকা হলেই হতো বংশ, সন্ন্যাস নিয়ে চলতো মাংস,
কাংস ছুঁলে স্বর্ণ হতো মন্তরেতে ফতে ওয়ার ॥
যদি থাকিত না লেখা দাসখত, পিয়াদা পুলিস আদালত ;
বিনা চাষে হতো ধান, বিনা চাঁদায় রাজসম্মান,
নিত্য বিয়ের বাজনা বাজিত,—
খাজনা নিতনা জমীদার ॥
যদি সবাই এক এক টাকা দিয়ে,
কুবের কত্তো আমায় নিয়ে,
থাকিত না কেউ আমার শত্রু,
শত্রুর শুধুই মরণ হতো ;—
কোথাও থাকিত না হাহাকার ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

কলিকাতা—প্রমথবাবুর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

হিল্লোলা।

হিল্লোলা। হাঃ হাঃ হাঃ বড় মজা বড় মজা, এই মানভঞ্জনের পালাটা মনে মনে যতই ঠিক করে নিচ্ছি সেই কলঙ্কভঞ্জনের কথাটা ততই ভুলে যাচ্ছি। মেজদিদির স্বামী দেবঅবতার হোন আর

নাই হোন—রসিক অবতার বটে, বেড়ে শিখিয়ে দিয়েছেন। আজ এলে মানভঞ্জন করিয়ে তবে ছাড়বো। দেখদেখি আমি তারে খবর দিলুম আর সেটা তাঁর খবরেই এলনা ? নিজে এক অবতার কি না! হাঃ হাঃ হাঃ বাহবা বাহবা! আসছে আসছে—ব্রজের ভাব আসছে, এক তারে কত তার মিলিয়ে ফেলেছি, দূতীগিরী পারবো, এই বাগানে কুঞ্জ আছে, অর্কিড্ হাউসের ভিতর চাকে মধুকর আছে, বারাণ্ডায় খাঁচায় কোকিল ঝুলছে, আর আমি বিরহিনীতো আছিই। সব চেয়ে মজা হয়েছে—নলিনীনাসিনীকে পেয়ে! নবীনবাবু যে ঠিক এই সময়টীতে ছুটী নিয়ে কলকেতায় চিকিৎসা করাতে এনেছেন তাকি আগে জানতুম ? তাহলে বয়টাকে আর এ সব কথা বলতুম না। নলিনী নিজেই বৃন্দেগিরী কর্ব্বে বলেছে; আর তার আলাপ নেই কলকেতায় এমন মেয়েই নেই, টুনী প্রভাত ইন্দিরা ডালি আরও দু তিন জনকে নিমন্ত্রণ করে আমাদের আমোদে যোগ দেবার জন্য ঠিক করে রেখেছে।

(ব্যস্তভাবে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। হিলি হিলি হিলি! আসছে আসছে—তোর পাটনেযে মেড়া আসছে; গাড়ীর ধ্বজায় হরকরা দেখা দি ছে। ঠিক হয়ে নে;-- একটু কাঁদ-কাঁদ-মুখ, একটু রাগ-রাগ-মুখ, একটু হাসি-হাসি-হাসিনা, একটু চাই-চাই-চাইনা, দেখি-দেখি দেখবোনা, এস-এস-এসনা গোছ করে চোখ করে ফেল।

হিল্লোলা। (মলিনীভাবে বসিয়া) আর প্রভাত টভাত ?

নলিনী। তারা ঠিক আছে সময়ে উদয় হবে, কিছু শেখাতে হবেনা। আমরা ডেপুটী রাণী, জজের রাণী, আমাদের সাতসাগরের জল খেয়ে ঘুরতে হয়; সবডিভিজনের আঁধার বনে যদি আমরা

অফিসার-উকীলদের পরিবারেরা মিলে একটু আমোদ টামোদ না কর্ব্বো তবে বাঁচবো কেমন করে ?

হিল্লোলা। (সহাস্তে) আ মরণ ! তোর পায়ে ও কিলো ?

নলিনী। (দূতীগিরিভাবে) তালতলার চটীগো সখী।

হিল্লোলা। দূর দূর খুলে ফেল, তোর জুতো কোথা গেল ?

নলিনী। জুতো চলে মফঃস্বলে, দেশে গেলেও নয় কলকেতায়ও নয়। গোবিন্দ যে এই রকম চটী পায়ে দিয়ে আসরে আসতো, বটঠাকুর গল্প করেন শুনেছি। চটী না হলে—

হিল্লোলা। দূর দূর খুলে ফেল, বিশ্রী দেখাচ্চে খুলে ফেল।

নলিনী। (দূতীগিরিভাবে) আচ্ছা তোমার কথা রাখলুম রাই। (অন্যদিকে যাইয়া জুতা ত্যাগ ও নেপথ্যাভিমুখে) আবা—আবা—ধবলী ই-ই-ই—

(প্রভাত, ইন্দিরা, ডালি ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

ওগো অ্যামেচিওর দূতীগণ !—

প্রভাত। হাঁ হাঁ হা হাঁ—কি বলছো বাসদেব ?

নলিনী। বলি পারবে ?

সকলে। হুঁ উঁ উঁ উঁ উঁ—

নলিনী। আটকাতে ?

সকলে। হাঁ আ—আ—আ—

নলিনী। শ্যামকে ?

সকলে। পারবো গো বৃন্দে !

নলিনী। অর্থাৎ এখানে আমাদের শঠ নট বটতলার বট কপট মর্কট সাহেবকে ?

হিল্লোলা। হাঁ হাঁ বেশ—বড় মজা হয়েছে,—তোদের ভাই তখনতো লজ্জা কর্ব্বেনা ?

নলিনী। লজ্জা ? কাকে ?—প্রমথকে ? কোকেন খেয়ে মরিনা কেন ! যখন বৌবাজারের মেসে থেকে বি. এ পড়্তো,—তোর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে, তখন তোমার কর্ত্তার যে নতুন কবিতা লেখা জেগেছিল ; আমরাও কলকেতায় ছিলুম কি না ? ফি রবিবার তাঁর কাছে গিয়ে কবিতা শুধরে নেওয়া হতো ; চেয়ে খাবাব খেয়েছে, সে প্রমথের কাছে আবার লজ্জা ?

হিল্লোলা। আমি এখন একটা গান টান গাইবো নাকি ? একটু ঝিঁঝিট খাম্বাজ গোছ ?

নলিনী। বাপরে এখন নয় ; চুপ চুপ—মস্ মস্—আসছে বুঝি ? (সখিদের প্রতি) ওগো দেশের দেশাঙ্গনাগণ ! আমি যা বলি শ্রবণ কর ; তোমরা একবার বিনোদবেশে ফুলড্রেসে ফুলিয়ে দিয়ে এলো-কেশে একটু দাঁত বার করে হেসে হেসে রেডি হয়ে নাও। সে আসছে— সেই উকীলবাজ আসছে ; যদি বল কিসে জান্‌লে ? তবে তার উত্তর শ্রবণ কর। যেমন বাঁশী বাজলে ব্রজাঙ্গনারা বুঝতে পারে যে শ্যাম আসছে, যেমন খড় খড় শব্দ হলেই এ্যামেরিকানরা বুঝতে পারে যে Rattle-Snake আসছে, তেমনি মস্ মস্ কল্লেই দেশাঙ্গনারা বুঝবে যে বাবু আসছে, আর চট্ চট্ কল্লেই বুঝবে যে ভট্টাচার্য্য মশায় আসছে। আমি সেই মধুর মস্ মস্ শুনেছি তোমরাও attention দিলেই শুনতে পাবে।

সকলে। সখি শুনেছি গো শুনেছি—শুনেছি আর বুঝেছি ; এ মস্ মস্ আমাদের প্রাণকান্তের নয়, আমাদের হিল্লোলার ভেড়া-কান্তের।

হিল্লোলা। দূর দূর চুপ কর, ওই এল!

(প্রমথের প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে—বাগানে ব'সে আছ বুঝি?

(নলিনী ও সঙ্গিনীগণ অগ্রসর হইয়া)

(গীত)

আমরা এই দাঁড়ালেম প্রহরী আজ কুঞ্জদ্বারে।
কাটা বিচ্ছেদ নদী অদ্যাবধি কেমন করে যাবে পারে॥
ওই বসে আছেন বিনোদিনী, রাগে শূর্পনখার ননদিনী,
কত্তে তারে আমোদিনী পারবেনা তুমি শ্যাম-সাহেব।
তাই বলি যাও যাওনা কালো, দিচ্ছি বরং সঙ্গে আলো,
আমরা সবাই বলছি ভাল;
ল্লে হিল্লোলারে 'ফিরে চা লো'—চাইবেনা সে আঁখিঠারে।
যাও আগুমানে বিছানা নে, স্থান নাই হৃদ্‌কারাগারে॥

প্রমথ। By Jove! ব্যাপারখানা কি? ও বুঝেছি বুঝেছি মশায় এসে জুটেছেন?—ডেপুটীরাণী! তবে একটা mischief আছেই আছে।

প্রভা। Mischief কি?—আমরা বুঝি দুষ্টুমি করি?

প্রমথ। না, এই যে অশ্লেষা মঘা রোহিণী কৃত্তিকা সকলেই অধমের ধামে—

প্রভা। ধুমধামে বাঁকাঠামে বিনাদামে অলক্তক-রঞ্জিত চরণ রেণু শিলাবৃষ্টি কত্তে এসেছি। কেমন নলিনী দিদি হচ্ছে তো?

নলিনী। হাঁগো প্রভাতী ললিতে।

হিল্লোলা। বলি ও নলিনী—দূর মরুক গে, বলি ওগো বৃন্দে

দূতী! মানা কর মানা কর, এখানে যেন কেউ আসেনা, মধুর হাসি হাসেনা, আমায় ভালবাসেনা, চোখের জলে ভাসেনা—

প্রমথ। গলা খাঁকরি দিয়ে কাশেনা,—ও বুঝেছি বুঝেছি, মানভঞ্জনের পালা হচ্ছে? Masquerade by moon light?—All right, I am in the fun too; বল আমায় কি পার্ট নিতে হবে?

হিল্লোলা। ওলো ডালি বিশাখা বল, আর পার্টে কাজ নেই, ওঁর নাট নিয়ে উনিই থাকুন, আমি পতির পাট উঠিয়েই দিচ্ছি।

(যাত্রার সুরে।)

বাবু নাম আর কর্ব্বোনা, বাবুর মুখ আর দেখবো না,
বাবু রব আর শুনবো না।
(দূতী) সাজবোনা আর বাবু সাজে,
বাবু বল্লে মর্ব্বো লাজে;
ওলো দূতী। তোদের মিনতি করি,
যদি হিলির প্রাণে রাইয়ত বিলি না কত্তে চাস,
তবে বাবু নাম আর আমার কাণে শুনাসনে॥

ডালি। ওগো প্রাণের আলি! শোন বলি—দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার ওই যে বাগানের মালী! উনিওতো বাবু!

হিল্লোলা। সামনে একটা তাঁবু ফেলে দাও সখি! ও মুখ যেন আর না দেখতে হয়; তুমি আর ও বাবু নাম পুরুশ্চারণ করোনা।

(গীত)

বাবু নাম আর শুনাসনে কাণে।
যাবনা আর বাবুর কাছে, শোবনা তার উপাধানে॥

বাবু নাম নেবনা মুখে, বাবুরামকে দেব ঠুকে,
য় বাবু পতির মুখে, কোন বাঁদী আর ঘোমটা টানে ॥
বুর ছবি রাখবো ঢাকি, পুষবোনা আর বাবুই পাখী,
বাবুর্চ্চিরে বলবো ডাকি চাকরি নিতে অন্য স্থানে ॥
পরে বাবুধাক্কা সাড়ী, চড়ে বাবুজানের গাড়ী,
গড়ের মাঠে বাবু ঘাটে যাবনা আর গঙ্গাস্নানে।
বাবু লেখা দেখলে চিঠি সৎকার কর্বেবা অগ্নিদানে ॥

প্রমথ। Oh my dear deary হিলি, lovely little laug-ng lily! তুমি বাবু নাম আর শুনবে না? বসো, পালা মিলিয়ে ঠিক ঠাক কত্তে হবে, নইলে জ্যোৎস্না-যাত্রা মাটি হবে। এই-নে গোবিন্দ কৃষ্ণকে বিদেশিনী সাজিয়ে আনতো; আমারও বাবু-শ চলবার নয়; all right—ঠিক আছে।

(গীত)

শ্রীমুখ-পঙ্কজ দেখবো বলে হে।
আজ এসেছি হেলে দুলে, স্থান দিও ভাই চরণ তলে ॥
দেখবো তোমায় নয়ন ভ'রে, তাই এসেছি চশমা প'রে,
যখন চশমা দেখে তোমার ছবি
তখন কবি ভাসে নয়ন জলে ॥
মানের রঙ্গে তুমি রঙ্গি, তাই সেজেছি এ ফিরিঙ্গি,
এখন বাঁচাও প্রিয়ে চরণ দিয়ে, পায় পড়ি হে পাপস হয়ে।
দ তুমি না চাও চোখে, (তবে) হুইস্কি খাব বেজায় রোখে,
ফেলবো কেঁদে নেশার ঝোঁকে
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান ॥

(প্রভা প্রভৃতি সুরে।)—

বলি আমরা বুঝি কেউ না ?—
বলি এলনা এলনা খবরে ?—

প্রমথ।— (সুরে)

সখিরে ! রাইকে আমি গুঁড়ি দেখি,
ডাল পালা তার সখাসখি।
তাই তরুমূলে অগ্রে করি সলিল সেচন।
তরুর শিরায় শিরায় রস করিবে প্রেরণ॥

এখন তোমরা আমায় মূলের তলে যাবার জন্য সাহায্য কর, একটু তফাৎ থাক—ডালপালায় আমার চূড়া বেষ্টন করে আটকে ফেলনা।

নলিনী। বলি ছোকরা তুমি কেহে ? এত রাত্রে না ডাকবা মাত্রে কৃষ্ণগাত্রে এখানে এসে সৎপাত্রে পড়েছো ? তোমায় যেন চেন চেন কচ্ছি, কোথায় যেন দেখেছি বটে।

(গীত)

তুমি কে বট হে ?
তোমায় চেন চেন করি, চিনিতে না পারি—
কোথায় তোমায় দেখেছি হে॥
তুমি কলকেতা কালেজে ছিলে, ইংলিশেতে মেডেল নিলে,
তোমায় মেসের বাসায় অন্যবেশে দেখেছি হে॥
তখন এডুকেশন হয়নি ফিনিস, খেলতে যেতে লনে টেনিস,
তখন ছিলনা এ ধড়া চূড়া মালকোঁচা দেখেছি হে॥

তখন বয়স তোমার গণ্ডা ছয়, হয়নি সাধের পরিণয়,
চৌদ্দ গুণে পদ্য লিখে প্রেমের কথা কইতে হে॥
তখন এই দুটী নয়নের আশে,
পাশের পড়া ফেলতে পাশে,
সে সব স্মরণ আছে তো হে।
পরে ভার্য্যা পেয়ে সেজে বর, হলে 'ল'য়ের ব্যাচিলর,
উকীলের পিল ছিলির মনে আছেতো হে।
এখন গেছে পশার জমে, তাই ভারি হয়েছো দমে,
বুঝি ছ' মোহরের কমে কওনা কথা প্রিয়া সনে হে।
দেখে সে রূপচাঁদের মুখ, ভুল্লে এরূপ চাঁদের মুখ,
পদের সুখ ও পুরুখ ভাল বোঝোতো হে॥

প্রমথ। তবে বৃন্দে অলমতি বিস্তরেণ। পাটুলিপুত্র হতে প্রেমসূত্রে রেলে আসতে হয়েছে, চিম্‌নির ভূষা গাত্রের ভূষাকে সমুজ্জল করে তুলেছে, যমুনাতীরে গিয়ে পিয়ার সাহেবের সহিত গাঢ় আলিঙ্গনের পূর্ব্বে ভদ্রসমাজে গ্রাহ্য হবার উপযুক্ত হব না; সুতরাং বেলা কম পড়ছে মনে করে একটু তাড়াতাড়ি মিলন করে দাও। আমি সেই দ্বাপর-প্রচলিত সাধের মধুর শাস্তিটে মাথা পেতে নিই; নিত্য চরণ ধরা পাটনার বাঙ্গালা দেখেছে, আজ সারা বাঙ্গালা আমার প্রেমের বীরত্ব দেখে নিক। (হিল্লোলার চরণের নিকট জানু পাতিয়া।)

(গীত)

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মান করলো দান।
অহং আহাম্মুখং বেরসিকং—কিসে বুঝবো তোমার টান॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি—তবু দেখতে পাইহে দাঁতের পাঁতি।
হরতি দর তিমির মতি—দেখ বুকের ভিতর আঁধার রাতি ॥
ত্বমসি মম শামলাং, ত্বমসি মম মামলাং,
ত্বমসি মম মক্কেল-মহারত্নং।
বোরোণীয়া ফুল গঞ্জনং, মম হৃদয় রঞ্জনং ॥
তুমিই ভাল জান মরি দীনপতি যত্নং।
ভন মধুর ভনিতা, জীবন্ত কবিতা,
আমি চরণ সাজাই আল্‌তা দিয়ে।
উক্তি আপত্তি খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদ-পল্লব মুদারং ॥
(আমার এই মাথা নিয়ে।)

হিল্লোলা। দূতীগো দূতী! সেই দ্বাপর থেকে পায়ে ধরা চলে আসছে; আর কি ওতে নভেল্‌টী আছে?

নলিনী। নে ভাই নে—আজ পুরণো পড়্‌ই পড়, স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, খুলে বলতে পাচ্ছিনে, কিন্তু রাত হয়ো জঠরে অতি কঠোর ক্ষিদে পেয়েছে; এত আমোদের ... র বাসর—তারও শেষ হয়, পাকাফলারে দৈ এসে শেষ ঘোষণা করে, আমাদের জ্যোৎস্না যাত্রারও শেষ হওয়া আবশ্যক।

সকলে। বৃন্দেগো তথাস্তু, আমরাও গৃহে যাবার জন্য ব্যস্ত সমস্তং।

নলিনী। তবে সাহেব! একবার বাঁকা ধাঁজে দাঁড়াও। হে চুরুট ধর! মুখে সিগার দাও, হাতে নাও পাঁচনবাড়ী, আমি তোমাদের আড়ি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। ওগো ও বোম্বাইকমুখী! একবার

এই দুঃখির দুঃখ ঘোচাও, বামে এসে দাঁড়াও, আমরা যুগল দেখে যুগল নিয়ে অনর্গল ভোজনে প্রবৃত্ত হই। (প্রমথ ও হিল্লোলাকে যুগলভাবে দাঁড় করাইয়া।)

সকলে।— (গীত)

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়াল।
সখী এমন চাঁদ আর কেবা পায় ?—
যে চাঁদে রূপ-চাঁদ এনে ঘরে যোগায়।
ও চাঁদ কর্ম্ম করেন খেটে মরেন এ চাঁদের তরে,
এ চাঁদ ধর্ম্ম ধরেন নভেল পড়েন শুয়ে শুয়ে ঘরে।
বিনোদিনীর নেত্র যেন ইলেকট্রিক বাতি,
(তায়) বাবুবোকা শ্যামাপোকা পড়ে মাতি মাতি।
কবিকুল দাসী কয় করযোড় করি,
দর্শকের সদাই জয় করহে শ্রীহরি॥

(সুবচনীর সম্পাদককে তাড়া করিয়া নৃসিংহবেশী গয়ারাম, সঙ্গে সঙ্গে দর্পনারায়ণ ছকড়ি ও নানা বেশে ভক্তগণের প্রবেশ)

গয়া। হুহুঙ্কার হুঙ্কার ; আরেরে হিরণ্যকশিপু !

সুব। আরে এটা কেরে ? ঘাড়টা ধরে মুচড়ে দেব না পাহারাওয়ালার। জিম্মা করে দেব ?

গয়া। তবে রে হিরণ্যকশিপু জটিলা গোস্বামিনী। আমি থাকতে তুমি শ্রীমতীর কলঙ্ক রটাও ? আজ বাসার কাছে পেয়েছি, তোমার স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করো।

সুর। ও কার গলা ?—গয়ারাম দা' না ? একি মূর্ত্তি ধরেছো ?

ভক্তগণ। লোম ছিঁড়ে যাবে, লোম ছিঁড়ে যাবে, হাত ওঠাও।

দর্প। ওয়াট্‌সন সমার্সের বাড়ী থেকে ১০৲ টাকা দিয়ে খরিদ হয়েছে, তোমায় কিন্তু ডামেজ দিতে হবে।

সুব। হাঁ হে দর্পনারাণ ভায়া! তোমরা এসব কি করেছো বল দেখি? অবতার টবতার হয়েছো নাকি?

দর্প। আর 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নয়, এক গয়ারাম অঙ্গে নানা লীলা—যে দিন যা অভিরুচি, আজ নৃসিংহের পালা; প্রভু আজ তোমার উদর বিদারণ কর্‌বার জন্য ১০৲ টাকা দিয়ে পোষাক কিনে নৃসিংহরূপ ধারণ করেছেন।

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল!

প্রমথ। সত্যি—দাদা নাকি?

গয়া। হাঁরে ভাই আয়ান। (হুঙ্কার শব্দ) ওরে জটিলে হয় সহস্র ছিদ্র টাকার থলি এখানে এনে ঢাল, নয় এখনি তোর স্ফটিক স্তম্ভ বিদারণ—

প্রমথ। হাল্লো ছক্—ওল্‌ড বয় তুমি যে? এ কাণ্ড [illegible] কি?

ছকড়ি। তবু ভাল—চিনতে পাল্লে। অব[illegible] তোমার পরিবারের কলঙ্কভঞ্জন কর্‌বেন কি না? ঐ ব্যাধি-লীলা কর্‌বার আর দেবি সইলো না—এই সিংহের পোষাকটা কেনা ছিল, সুবচনীর জটিলাকে বাসার কাছ দিয়ে যেতে দেখে সেজে একেবারে তাড়া করে বেরিয়েছেন। কিন্তু সুবচনীর লাঠির যা বহর দেখছি তাতে দাদাকে মুচড়ে একটা খোঁড়া হাঁস না করে ফেলেন।

প্রমথ। নাও হিলি তোমার অবতার দেখ, তুমিও পাগল—নইলে এই পাগলের কাছে আসবে কেন?

হিল্লোলা। ভাগ্যিস পাগলামো করেছিলুম, নইলে আজকের এমন মজা কেমন করে দেখতে ?

প্রমথ। (সুবচনীর প্রতি) আপনিই কি সুবচনীর সম্পাদক ? আমার এই যা কিছু খরচ হয়েছে আপনারি দেওয়া উচিত, সমস্ত কাণ্ডের গোড়া হলেন আপনি।

সুব। আমি—সে কি রকম ?

প্রমথ। আপনার গেল ১৯শে তারিখের কাগজে "বিচ্ছেদ-ভীতা" নাম দিয়ে একটা পয়ার ছাপা হয়েছিল ?

(হলাহলানন্দের প্রবেশ)

হলা। সেটা সম্পূর্ণ defamatory ! (সবিস্ময়ে) একি What is this ? Bed-lam let loose ! না বারোয়ারীর সং চলতে পারে।

সুব। মশায় আপনার সঙ্গে পরিচয় নাই ; যাহোক পরে হবে ভদ্রলোক এই যথেষ্ট ; আপনি অনুগ্রহ করে আপনার পরিবারকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলবেন যে সে পয়ারটাতে কারুকে কোন লক্ষ্য নাই, অর্থও কিছু বিশেষ নাই ; আমার একটী পাগলাগোছ আত্মীয়ের একটু কবিতা লেখার ছিট আছে, মনে বড় দুঃখ কর্ব্বে, তাই space ছিল—দিয়ে দিয়েছিলুম।

হলা। আচ্ছা, প্রমথবাবু কিছু না বলেন না বলেন, "হলাহল" কথাটা আছে আমি ছাড়ছিনে। মোদ্দাৎ এটা কি—কেহ বলছেনা যে ? সং না পাগল ?

সুব। পাগল ! সত্য পাগল—

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল ! গয়ারাম বোল !

সকলে। পাগল পাগল ! পাগল পাগল ! পাগল পাগল !

ছকড়ি। দাদা জুরীর verdictটা এইখান থেকেই বেরিয়ে

গেল এই ঢের; আমি সন্ধান পেয়েছি তোমার এক জ্ঞাতি এই অবতারতত্ত্ব শুনে আত্মীয়তা করে এখানে এসেছেন, তোমায় পাগলখানায় পাঠিয়ে কি দেবত্তর বিষয় আছে হস্তগত কর্ব্বার যোগাড় কচ্ছেন। আর অবতারগিরিতে কাজ নেই, পুরণো কাজে মন দাও। মোদ্দাৎ এ মোহন মূর্ত্তিখানি মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলকে একবার ভাল করে দেখাও; আর আমি এই সময় একবার চেষ্টা করি, যদি জ্ঞান মুখুয্যেকে পাই, একখানা ফটোগ্রাফ তুলে নিই।

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল!

ছকড়ি। চোপ।

সকলে। সবাই পাগল! সবাই পাগল!

(গীত)

এ দুনিয়াখানা পাগলখানা।
এ বঙ্গে ওরে পাগল নিজের বেলা সবাই কানা॥
পাগল্ বাবা ভস্ম মাখে গলায় হাড়ের মালা,
জননী পাগলী আমার গৌরী গিরিবালা,
তাদের পাগ্শালে ভ্রান্ত ছেলে,
দুদিন মিলে করে পাগলপনা॥
কেহ গুরু সেজে কথার তেজে টানে মুক্তিরথ,
আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ পরকে দেখায় পথ;
কেহ অন্যে দেখে ব্যঙ্গ করে—
আপন অঙ্গে কত রঙ্গ—চোখে দেখেনা।
আমরা পাগল তোমরা পাগল পাগলামা তাঁর কারখানা॥

যবনিকা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	যাহা আছে।	যাহা হইবে।
২৭	১৪	সমাহ্বস্থিল	সমাহ্বয়ন্তি
৩৩	১০	Growing one of the highest gardens	Grown on one of the highest gardens.
৩৯	২	spoical	special.
৪১	৬	আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না।	আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না; ওঁকে নমো নারায়ণ বলে প্রণাম কত্তে বল।
৪২	১৫	টাক	টাকা
৫৭	২০	থাতকই তো	থাতক তো
৫৭	২২	„	„
৬৭	১৩	পুণ্যের	পণ্যের
৭৫	১১	আই	ওই
৭৭	৩	টাকা হলেই হতো বংশ, সন্ন্যাস নিয়ে চলতো মাংস,	টাকা হলেই হতো বংশ, গেরুয়া পরলে পরমহংস, সন্ন্যাস নিয়ে চলতো মাংস;
৭৮	১০	এনেছেন	এসেছেন

সমগ্র হুগলি জেলায় বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ওস্তাদ

৺ রামকুমার দাসের অনুবাদিত

কশ্যপ-তন্ত্র।

(রোজা হইবার ও ওস্তাদি বিদ্যা শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক।)

অধিক কি জানাইব, বর্ত্তমান সময়ের আড়ম্বর জনিত, যা তা বাজে কল্পিত মন্ত্র সংযোজিত পুস্তক নহে, ধর্ম্ম-শপথ যথার্থ মন্ত্র সকল পরিপূর্ণ পুস্তক। মনুষ্য ও জীবগণের হিতার্থে এই অমূল্য রত্ন মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। মন্ত্র মুদ্রিত হইল বলিয়া, যে কার্য্যের ফলদায়ক হইবে না, সে বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। যেমন চুম্বক প্রস্তর যেখানে থাকুক না কেন, তাহার আকর্ষণ-শক্তির হ্রাস হয় না, তেমনই যথার্থ মন্ত্রের গুণ কখনও হ্রাস বা বিফল হয় না, নিশ্চয় জানিবেন।

কশ্যপ তন্ত্র! অনন্ত রত্নাকর, এ রত্ন ঘরে থাকিলে আর রোজার খোসামদ করিতে হইবে না, স্বয়ং এই পুস্তক দৃষ্টে সকল অভিলাষিত বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে কাহারও সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং উত্তীর্ণ হইবেন। কারণ ইহাতে সর্প দংশনের ঝাড়ন, মথন, আপনসার, কড়ি চালিয়া সর্প আনয়ন ইত্যাদি যাবতীয় সর্পদংশনের ক্রিয়াকরণ মন্ত্রসকলে পরিপূর্ণ আছে, তদ্ভিন্ন, ভূত, পেঁচো, ডাইন, উপদেবতা, ঝাড়ন, রক্ষা-কবচ, কুক্কুর শৃগালাদি হিংস্র জন্তুর দংশন ঝাড়ন, গরল চিকিৎসা; তদ্ভিন্ন বশী-করণ, স্তম্ভন, মোহন, উচাটন, বাণ-বিদ্যা, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা, ভেল্কি-বিদ্যা, গুপ্ত-তন্ত্র-মন্ত্র, ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় সকল সন্নি-বেশিত আছে; লিখিয়া সে সকল বিষয় বর্ণনাতীত। পুস্তক দৃষ্টে জ্ঞাত হইবেন যে কি অমূল্য রত্ন প্রকাশিত হইয়াছে, অধিক কি জানাইব। পুস্তকখানি কার্য্যদায়ক না হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ দিব।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুল ভিঃ পিঃ ।০ আনা।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—৯৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।